পাশের বাড়ির রুমা

আমার বয়স তখন ১৮ কি ১৯ ঢাকায় থাকি*, আমার পাশের বাসায় একটা মেয়ে ছিল নাম রুমা,দেখতে সুন্দর,তার দুধ দুটো ছিল ৩৬ সাইযের,পাছাটা ছিল অনেক ভরাট।যাই হোক একদিন সকালে আমাদের বাসায় এসে বললো তার আব্বু নাকি উনার অফিসের চাবি বাসায় রেখে গেছেন এখন চাবিটা একটু উনার অফিসে দিয়ে আসতে হবে এবং আমাকে একটু রুমার সাথে যেতে হবে। আমরা একটি রিক্সা নিয়ে রওনা হলাম বেশ কিছুক্ষন যাবার পর প্রচুর বৃষ্টি আরম্ভ হলো।আমরা দুজন ভিজতে ভিজতে ওর আব্বুর অফিসে পৌছলাম,ওকে রিক্সায় রেখে ওর আব্বুকে চাবি দিয়ে আসলাম।রুমার পরনে ছিল সাদা একটা জামা,নিচে কালো রঙের ব্রা পানিতে ভিজে স্পস্ট বোঝা যাচ্ছিল ।আমরা বাসায় ফিরে আসছিলাম রিক্সায় পাশাপাশি বসার কারনে আমার শরীরের সাথে বারবার তার শরীর লাগছিলো।আমার কাছে মনে হচ্ছিল সে অনেক্ টা ইচ্ছে করে আমার শরীরের সাথে তার শরীর লাগাচ্ছিল এবং আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল।আমরা রিক্সা থেকে নেমে যখন আমার বাসায় যাচ্ছিলাম তখন রুমা বললো আমাদের বাসায় চল জামা কাপড় শুকিয়ে বাসায় যাস।আমি কি ভেবে যেন রাজি হয়ে গেলাম।
আসলে এই বৃষ্টিতে আমার মনের মাঝে ও রুমার প্রতি কেমন যেন একটা টান আনুভব করছিলাম এবং তার বাসায় গেলাম।বাসায় যেয়ে শুনলাম ওর আম্মু বাসায় নেই,কার যেন বিয়েতে গেছে। বাসায় যাবার পর রুমা বাথরুমে গেল ফ্রেস হবার জন্য আমি ওয়েট করছিলাম হটাৎ আমাকে ডাক দিল এবং বলল ওর ব্রার হুকটা খুলে দেবার জন্য,আমি বাথরুমে ঢুকে রুমার খোলা পিঠ দেখে থ হয়ে গেলাম,ওর ভেজা পাজামার নিচে কালো প্যান্টি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল,রুমা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলো এমন করে কি দেখছি? আমি বললাম না কিছুনা এরপর ব্রার হুক খুলে দিয়ে বাথ্রুম থেকে বের হয়ে আসলাম।প্রায় আধাঘন্টা পর একটি তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে রুমা বের হলো,আমি ফ্রেস হবার জন্য্ বাথরুমে গেলাম যেয়ে দেখি রুমার প্যান্টি আর ব্রা বাথরুমে পরে আছে,ব্রা আর প্যান্টির গন্ধ শুকতে শুকতে একবার হাত মারলাম,এসে দেখি রুমা একটি সাদা পাতলা গেঞ্জি আর প্যান্ট পরে আছে এবং দেখতে অনেক সেক্সি লাগছে।আমি বাসায় যেতে চাইলে আমাকে বাধা দিয়ে বলল বাসায় যেয়ে কি করবি আমার একা একা ভালো লাগবেনা থাক দুজন বসে টিভি দেখি।আমি রাজি হয়ে গেলাম।আমি টিভি দেখছিলাম আর রুমার বুকের দিকে তাকাচ্ছিলাম ওর গেঞ্জির উপর দিয়ে দুধ দুটো ফেটে বের হয়ে যাচ্ছিল,আমি বারবার ওর বুক আর প্যান্টি দেখছিলাম হঠাৎ রুমা আমাকে জিজ্ঞাসা করল লুকিয়ে কি দেখছিস ? এই বলে আমার হাত দুটি নিয়ে ওর বুকে রাখলো আর টিপে দেখতে বলল,আমি ওর হতভম্ব হয়ে গেলাম।সে আবার বলল টিপনা।আমি ওর দুধ দুটো টিপতে লাগলাম,জীবনে প্রথম কোন মেয়ের দুধে হাত দিলাম কি যে মজা লাগছিলো বলে বোঝাতে পারবনা।দুধ টিপতে টিপতে ওর কপালে,গলায়,ঘাড়ে কিস করলাম।রুমা আমার ধোনটা টিপতে লাগলো।রুমার হাত আমার ধোনে পরার সাথে সাথে আমি রুমাকে জড়িয়ে ধরে আমার বুকের সাথে পিসতে লাগলাম,আমার জিহবা দিয়ে রুমার ঠোট চাটতে লাগলাম,ওর গেঞ্জি খুলে ফেললাম,ওর বগলের নিচ থেকে ব্রার ফাক দিয়ে বের হয়ে থাকা দুধের একাংশ চাটতে লাগলাম।রুমা আরামে চোখ বন্ধ করে মুখ দিয়ে উ আ শব্দ করছিল আর আমার চুল ধরে ওর বুকের সাথে জড়িয়ে ধরছিল।আমি ওর ব্রার হুক খুলে দুধ দুটো বের করলাম,ওর দুধের খয়েরী বোটা দুটো একদম খাড়া হয়ে ছিল।আমি দুধের

বোটা দুটো একটা একটা করে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলাম মাঝেমাঝে ছোট ছোট কামড় দিতে লাগলাম,রুমা আমার মাথাটা আরো জোরে চেপে ধরে ওর পা দিয়ে আমাকে জোরে চেপে ধরলো।আমি ওর দুই দুধের মাঝখান থেকে শুরু করে ওর নাভীতে জীভ দিয়ে চাটতে লাগলাম।অনেক্ষন ওর সুন্দর নাভী ও তার আশে পাশে জীভ দিয়ে চাটতে লাগলাম………রুমা এতে আর উত্তেজিত হয়ে গেল,আমি এবার আস্তে আস্তে ওর নাভীর নিচ দিকে জিভ দিয়ে চাটা শুরু করলাম এবং ওর পাতলা প্যান্ট নিচের দিকে নামিয়ে দিলাম,আমার চোখের সামনে রুমার প্যান্টিটা দেখা যাচ্ছিল।আমি প্যান্টির ওপর দিয়ে রুমার গুদে কিস করলাম,দেখলাম ওর গুদ থেকে রস বের হয়ে প্যান্টিটা ভিজে আছে।আমি প্যান্টিটা আস্তে নামিয়ে দিলাম দেখলাম রুমার গুদটা কি সুন্দর একদম পরিষ্কার, মনে হয় একটু আগে ওর বালগুলো পরিষ্কার করে এসেছে ।এই প্রথম কোন যুবতি মেয়েকে একদম নেংটা দেখলাম কি যে ভাল লাগছিল বোঝাতে পারবো্না আমি রুমার গুদের চারপাশে কিস করতে থাকলাম ,গুদের মাঝখানের চেরার মধ্যে আমার জিভ ঢুকিয়ে খুব করে চাটতে লাগলাম,রুমা ওর পা দুটি যতটুকু ফাক করা সম্ভব ফাক করে আমার মাথা ধরে ওর গুদের ভিতর জিভ ঢুকাতে আমাকে সহযোগিতা করতে লাগলো আর মুখ দিয়ে উত্তেজক শব্দ করতে লাগল,বলতে লাগল আরও জোরে জ়োরে চাট ওনেক মজা পাচ্ছি,আরও জোরে।আমি ওর পাছার ছিদ্রের একটু উপর থেকে ওর গুদ পযন্ত আস্তে আস্তে চাটতে লাগলাম আর একটা আংগুল দিয়ে ওর গুদ ঘাটতে লাগলাম,এভাবে কিছুক্ষন করার পর হঠাৎ রুমা একটু কেপে কেপে উঠলো এবং ওর গুদের জমানো রস ছেড়ে দিল।আমি তার পরেও কিছুক্ষন ওর গুদ চাটলাম,আসলে ওর গুদ চাটতে আমার কাছে ভালো লাগছিলো।রুমার গুদের রস বের হবার পর আমার দিকে অনেক্ষন তাকিয়ে রইল আর গুদ চাটা উপভোগ করছিল।এবার আস্তে করে আমার মুখটা টেনে নিয়ে ওর জিভ দিয়ে আমার জিভ চাটতে লাগলো,আমাকে শুইয়ে দিয়ে আমার উপর উঠে বসল,আমার চোখে,মুখে ,গলায় চুমোতে চুমোতে ভরিয়ে দিল।অনেক্ষন আমার জিভ তার মুখে নিয়ে খেতে লাগল,এবার আমার প্যান্ট খুলতে শুরু করলো,আমাকে একদম নেংটো করে ফেললো এবং আমার ধোনের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল,আমার ধোনটি ওর হাত দিয়ে টিপতে লাগলো,ওর হাতের মধ্যে আমার ধোন দাঁড়িয়ে ফুলে উঠলো,রুমা আমার ধোন টিপতে টিপতে বুকে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো ,আস্তে আস্তে বুকে নাভিতে পেটে জিহবা দিয়ে চাটতে চাটতে আমার ধোনের মাথায় বের হয়ে থাকা কামরস চাটতে লাগলো,আমার ধোনটা কে ওর দুই দুধের মাঝে,পেটে ঘষতে লাগলো।ঘষতে ঘষতে আবার মুখে নিয়ে আইসক্রিম এর মত চুষতে লাগল।জিভ দিয়ে আমার বিচির কাছ থেকে শুরু করে উপরের মাথা পযন্ত চাটতে লাগল,আমি আরামে বেশিক্ষন মাল ধরে রাখতে পারলামনা।রুমার মুখের ভিতরে আমি মাল আউট করে দিলাম।রুমা আমার সব মাল চেটে খেয়ে নিল।রুমা জিজ্ঞাসা করল আমার কেমন লেগেছে,আমি বললাম অসাধারন।আমরা কিছুক্ষন এভাবে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলাম,বললাম এরপর কি? রুমা কিছুক্ষন আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার আমার ঠোটে কিস করল আর হাত দিয়ে আমার ধোন টা নাড়তে লাগল,আমার হাতের উপর মাথা রেখে আমার বুক আর বগলের মাঝখানে চাটতে লাগলো।এদিকে আমার ধোনবাবু আবার দাঁড়িয়ে শক্ত হয়ে গেলো,রুমা আস্তে আমার উপরে উঠে ধোন ধরে উর গুদের উপর সেট করল,আস্তে আস্তে আমার ধোনটা উর গুদের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল রুমা আস্তে আস্তে আমার উপর থেকে ঠাপ দিচ্ছিল আমিও তল ঠাপ দিচ্ছিলাম,এভাবে রুমা আমাকে প্রায় ১০ মিনিটের মতো ঠাপ দিল,এরপর আমি রুমাকে আমার নিচে নামিয়ে আমার ধোনটা বের করে নিলাম এবং আমি রুমার উপরে উঠে ঠাপ দেওয়া শুরু করলাম হঠাৎ রুমা নিচ থেকে

আমাকে জোরে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো বলতে লাগলো কর আরো জোরে জোরে কর,আমি বুঝলাম রুমার এখন মাল বের হবে,আমিও জোরে জোরে ঠাপ দিতে লাগলাম।
কিছুক্ষনের মধ্যে রুমা ওর মাল ছেড়ে দিলো,আমিও বেশিক্ষন ধরে রাখতে পারলামনা,রুমাকে জড়িয়ে ধেরে আমার ২য় বারের মতো মাল আউট করলাম ।
রুমাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুই এতো সুন্দর চোদা শিখলি কিভাবে আর আমি নিশ্চই তোকে প্রথম চুদছিনা ?তুই আর কার সাথে সেক্স করেছিস।রুমা তখন আমাকে জানাল তার এক মামাতো ভাই তাকে প্রথম চোদে,আমি জানতে চাইলাম কখক এবং কিভাবে?যেহেতু আমরা দুজনই ২বার মাল আউট করে ক্লান্ত তাই রুমাকে অনুরোধ করলাম তার প্রথম চোদার গল্প বলার জন্ন,রুমা রাজী হয়ে গেল………রুমা বলতে শুরু করলো,প্রায় ৬ মাস আগে রুমার বাসায় ওর এক মামাতো ভাই বেড়াতে আসে নাম রোকন।দেখতে ওনেক হ্যান্ডসাম,তার কাছেই রুমার প্রথম চোদা খাওয়া।রুমাদের বাসায় গেষ্ট রুম টা ঠিক রুমার রুমের পাশেই এবং দুই রুমের মাঝে একটাই বাথরুম যার দুপাশে দুইটা দরজা।রোকনের সিগারেট খাবার অভ্যাস আছে আর রুমার খুব শখ ছেলেদের মত সিগারেট খাবে, রাত্রে রোকন সিগারেট খাচ্ছিল রুমা বাথরুমের দরজা খুলে রোকনের কাছে গেল এবং সিগারেট খেতে চাইল।রোকন অবাক হয়ে রুমার দিকে তাকিয়ে বলল ঠিক আছে নাও কিন্তু কাউকে বলতে পারবেনা। রুমা সিগারেট খেতে খেতে রোকনের সাথে গল্প করল রবং সিগারেট খাওয়া শেষে রুমে ফিরে আসলো।রুমা তার রুমে চলে এলো, রোকনকে বলে আসলো ভাইয়া আবার সিগারেট খাবার সময় আমাকে ডেকো এবং বাথরুমের দরজা খোলা রেখে নিজের রুমে ফিরে আসলো।রুমে এসে নিজের জামা খুলে হাতা কাটা একটি গেঞ্জি পরে শুয়ে পড়লো।রোকন কিছুক্ষন পর আরো একটি সিগারেট ধড়িয়ে রুমাকে ডাকতে গেলো,রুমার রুমে ঢুকে দেখলো রুমা ঘুমিয়ে আছে আর রুমার টাইট গেঞ্জির উপর দিয়ে রুমার দুধ গুলো ফেটে বের হয়ে আসছে এ দৃশ্য দেখে রোকনের ধোন দাঁড়িয়ে গেল। সে কিছুকখন দাঁড়িয়ে থেকে রুমার দুধ দেখলো তারপর বাথরুমে যেয়ে হাত মেরে মাল ফেলে শরীর কিছুটা ঠান্ডা করে শুয়ে ফেলল।
পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রুমা রোকন কে বলল ভাইয়া কি ব্যাপার রাত্রে আমাকে তো আর ডাক দিলেনা,রোকন বলল ডাকতে গিয়েছিলাম তোমাকে ঘুমাতে ধেখ আর ডাকিনি,রুমা বলল আজকে বেশি সিগারেট নিয়ে আসবে দুজন খাব আর গল্প করব।রোকন ঠিক আছে বলে বের হয়ে গেল।
রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর যে যার রুমে চলে আসলো, আজ রুমা একটি গোলাপী রঙ্গের পাতলা নাইটি পরল।আজ রাতে সিগারেট খাবার সময় রোকন যখন রুমাকে দেখলো তখন লুঙ্গির নিচ থকে রোকনের ধোন ফুলে উঠলো মনে মনে রুমাকে চোদার ব্যাপারে ফন্দি আটতে লাগলো। রুমা চলে যাবার পর রোকন ভাবতে লাগলো কিভাবে রুমাকে চোদা যায়।রাত্রে ২য়বারের মতো সিগারেট খাবার জন্য রুমাকে ডাকতে গিয়ে দেখলো রুমার নাইটির ফাক দিয়ে ওর সুন্দর দুধ দুটো দেখা যাচ্ছে রোকন আর নিজেকে টিক রাখতে না পেরে ধোন টাকে মুঠো করে ধরে রুমে ফিরে এসে খেচতে লাগলো।এদিকে রোকনের ফিরে যাবার সময় দরজার শব্দে রুমার ঘুম ভেঙ্গে গেল,সে রোকন কে তার রুম থেকে বের হয়ে যেতে দেখলো,রুমা ওর নাইটি ঠিক করে রোকনের রুমের দিকে গেল ওদিকে রোকন তখন ওর ধোন বের করে সমানে খেচে চলছে, রুমা রোকনের ধোন খেচার এ দৃশ্য দেখে চুপ হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো,জীবনে প্রথম কোন ছেলের ধোন

দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল,আর রোকন খেচতে খেচতে ওর মাল আউট হয়ে গেলো।এদিকে রোকনের খেচা দেখতে দেখতে রুমার গুদে পানি এসে গেলো।রোকনের মাল আউট হবার পর রুমা তার নিজের রুমে ফিরে আসলো এবং রোকনের কথা ভাবতে লাগলো,রুমার চোখে বারবার রোকনের ধোন ভাসছিল।

কিছুক্ষন পর রোকন এসে রুমাকে ডাকতে লাগলো,রুমা আবার রোকনের রুমে গেল।রুমা ইচ্ছে করে ওর নাইটিটা খুলে শুধু গেঞ্জী আর পাজামা পরে রোকনের রুমে গেল, ব্রা না পরাতে রুমার দুধের বোটা দুটো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।রুমার এ অবস্থা দেখে রোকনের ধোন লুঙ্গির নিচে আবার দাড়িয়ে গেলো।রুমা ইচ্ছে করে রোকনের পাশে একদম শরীরের সাথে শরীর লাগিয়ে বসল।সিগারেট খাওয়া শেষ হবার পরও রুমার উঠবার কোন নাম নেই।রোকন রুমাকে জিজ্ঞাসা করল ঘুমাতে যাবেনা,রুমা বলল না ঘুম আসছেনা কেমন যেন মাথাটা ব্যাথা করছে তোমার এখানে বসে একটু গল্প করি।রোকন ভাবলো এইতু সুযোগ দেখি রুমাকে চোদা যায় কিনা।রোকন রুমা কে বলল তুমি এখানে শুয়ে পড় আমি তোমার মাথা টিপে দিচ্ছি এই বলে রুমাকে নিজের কোলে শুইয়ে দিয়ে মাথা টিপতে লাগল আর রুমার ফুলে থাকা দুধ দুটি দেখতে লাগলো।ওদিকে রুমা রোকনের কোলে শুয়ে রোকনের দাঁড়ানো ধোনের ছোয়া টের পাচ্ছিল,হঠাৎরুমা রোকন কে জিজ্ঞাসা করলো ভাইয়া তুমি তখন কি করছিলে?

রোকন কোন কথা বললনা,চুপ হয়ে গেলো।রুমা আবার বলল ভাইয়া বান্ধবীদের কাছে এটার অনেক গল্প শুনেছি কখনো দেখিনাই আমাকে একটু তোমার টা ভালভাবে দেখতে দিবা।রোকন বলল ঠিক আছে কিন্তু তুমি কাওকে বলতে পারবেনা,এই বলে রুমার মাথাটা কোল থেকে উঠিয়ে লুঙ্গি সরিয়ে দাঁড়ানো ধোন টা বের করে দিলো।রুমা অবাক হয়ে ধোন টার দিকে তাকিয়ে রইল,রুমা হাত দিয়ে ধরতে গেলে রোকন বাধা দিয়ে বলল আমারটা ধরতে হলে তোমার টা ও দেখাতে হবে রুমা রাজী হয়ে গেল।রোকনের ধোন্ টা হাতে নিয়ে রুমার কেমন যেন একটা অনুভতি হলো।হাত দিয়ে ধোন্ টি নাড়তে লাগলো।আর রোকন রুমার হাতের ছোয়া পেয়ে রুমাকে চোদার জন্য আরো অস্থির হোয়ে গেল।রোকন রুমা কে জড়িয়ে ধরে রুমার কপালে আর ঠোটে কিস করতে লাগল।রুমার খুব ভালো লাগছিল সে ও রোকনের ধোন টা ধরে রেখে রোকন কে পালটা কিস করতে লাগলো।রোকন রুমাকে শুইয়ে দিয়ে আস্তে করে রুমার গেঞ্জীটা খুলে ফেলল।রোকনের চোখের সামনে তখন রুমার কচি দুধ,উত্তেজনায় রুমার দুধের বোটা দুটো খাড়া হয়ে আছে।রোকন রুমার দুধের বোটা গুলো জিভ দিয়ে হালকা ভাবে চাটতে লাগলো।রোকনের জিভের ছোয়া লাগতেই রুমা কেপে উঠে রোকনের ধোন ছেড়ে দিয়ে মাথাটা বুকের মধ্যে আরো জড়িয়ে ধরলো।রোকন অনেক্ষন রুমার দুধ দুটো চাটলো আর টিপল,তারপর আস্তে আস্তে পুরো বুকে নাভীতে জিভ দিয়ে চাটলো।এবার রুমার পাজামার গিট খুলে পাজামা টা নামিয়ে দিলো।রোকনের চোখের সামনে তখন রুমার ছোট সুন্দর গুদ।রুমার গুদের চারপাশে ছোটছোট বাল, আর উত্তেজনায় রুমার গুদ থেকে অল্প অল্প পানি বের হয়ে গুদটা ভিজে আছে।রোকন রুমার গুদের চারপাশে হাত বুলাতে লাগল,রুমার রানে গুদের আশেপাশে হালকা হালকা কিস করতে লাগল।এবার আস্তে করে রুমার ভিজা গুদে একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে নাড়তে লাগলো।রুমা উহ,আহ শব্দ করতে লাগলো,উত্তেজনায় রুমা আর নিজের মাল ধরে রাখতে পারলোনা ,গুদ দিয়ে রোকনের আঙ্গুল টা চেপে চেপে ধরে জীবনে প্রথম বারের মতো মাল আউট করে দিল।মাল আউট হবার পর অনেক্ষন রুমার একটা ভালো লাগার অন্যরকম অনুভুতি ছিল।রোকন কিছুক্ষন অপেক্ষা করে আবার রুমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল।রুমার গুদ থেকে আঙ্গুল বের করে আস্তে

করে জিভ ছোয়ালো রুমা তার গুদে জিভের ছোয়া পেয়ে কেপে উঠলো,রুমা ভাবতে পারেনি রোকন অর গুদে জিভ দিবে।রোকন রুমার দুই রান হাত দিয়ে যতটা সম্ভব দুই দিকে ফাক করে দিয়ে গুদটা নিজের চোখের সামনে মেলে ধরলো,রুমার গোলাপী রঙের গুদটাকে ফাক করে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো,রুমা সুখে উ,আ-আ শব্দ করতে লাগলো।রুমার গুদটাতে ওর নিজের মাল আর রোকনের থুথুতে মাখামাখি হয়ে ভিজে একদম পিচ্ছিল হয়ে উঠলো,রোকন জিভ দিয়ে রুমার গুদের ভিতর বাহির করতে লাগলো,রুমার পাগলের মতো রোকন এর মাথা নিজের গুদের উপর চেপে ধরলো।রোকন রুমার গুদ থেকে মাথা উঠিয়ে এবার আস্তে আস্তে ওর পেটে বুকে কিস করতে লাগলো এবং রুমার জিভ নিজের মুখের ভিতরে নিয়ে চাটতে লাগল,রুমা রোকন কে নিজের উপর থেকে নামিয়ে নিজে রোকনের উপর উঠলো,রোকনে ঠোটে ,গালে গলায় কিস করতে লাগলো,হাত দিয়ে রোকনের ধোন টা টিপতে লাগলো।রুমার খুব ইচ্ছে করছিলো রোকনের ধোনটা মুখে নিয়ে চেটে রোকন কে সুখ দিতে কিন্তু ওর খুব লজ্জা লাগছিলো ।রোকনের চোখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল রোকন কি চায়।রোকন রুমার মাথাটা ধরে ওর মুখটা নিয়ে নিজের ধোনের উপর রাখল,রোকনের ধোন থেকে হাল্কা পানির মতো কামরস বের হয়ে ছিল রুমা জিভ দিয়ে কামরস গুলো চাটা শুরু করলো,রোকনের ধোন রুমার মুখের ভিতরে নিয়ে খুব সুন্দর করে চুষতে লাগলো,রোকন আস্তে আস্তে রুমার মুখের ভিতরে ঠাপ দিতে লাগলো।রোকন বুঝতে পারলো ওর মাল বের হয়ে যাবে তাই সে রুমার মুখ থেকে ধোন বের করে নিল।রুমাকে শুইয়ে দিয়ে ওর গুদে নিজের ধোন্ টা সেট করে আস্তে করে ঢুকিয়ে দিল।যদিও রুমার গুদ খুব পিচ্ছিল ছিল তারপর জিবনে প্রথম গুদে ধোন নেবার সময় ব্যাথায় ককিয়ে উঠলো।রোকন রুমাকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ঠোটের উপ্র ঠোট রেখে আস্তে আস্তে ঠাপ দিতে লাগলো,কিছুক্ষন ঠাপ খাবার পর রুমার ব্যাথার অনুভতি টা চলে গেল।রোকন ঠাপের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো,রুমার খুব ভালো লাগছিল সে রোকন কে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো ভাইয়া আরো জোরে দাও খুব ভালো লাগছে আরো জোরে,উহ আহ উহ আরো জোরে বলতে বলতে রোকন কে জড়িয়ে ধরে নিজের মাল খসিয়ে ফেলল।ওদিকে রোকন ও জোরে জোরে কয়েকটা ঠাপ দিয়ে রুমার গুদের মধ্যে নিজের মাল ফেলল,দুজনেই ক্লান্ত হয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষন শুয়ে রইল।এভাবে সারা রাতে ওরা দুজন একজন আরেকজন কে বেশ কয়েকবার সুখ দিল। রুমার গল্প শুনতে শুনতে আমরা দুজনেই আবার গরম হয়ে গেলাম,আমি রুমাকে জড়িয়ে ধরে ওর গুদে আমার ধোন ঢুকিয়ে প্রায় ২০ মিনিটের মতো চুদে মাল আউট করে দিলাম,আসলে গল্প করতে করতে কখন যে বিকেল হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি,রুমার বাবার ফিরার সময় হয়ে গেছে তাই রুমাকে চুমো দিয়ে আবার দেখা হবে বলে বাড়ি ফিরে আসলাম।

বাড়ী ফিরার পর শুধু রুমার কথা মনে পরতে লাগলো।তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেলো কিন্তু রুমাকে আর চোদার সুযোগ করতে পারছিলাম না।আমি রুমাকে চোদার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছিলাম কারন রুমার আগে টাকার বিনিময়ে কিছু মেয়েকে চুদেছি কিন্তু রুমাকে চোদার পর বুঝতে পেরেছিলাম আসলে সেক্স কি জিনিস।
ওদিকে রুমাও অস্থির হয়ে গেছে কিন্তু কোনভাবেই আমাকে দিয়ে চোদানোর সুযোগ করতে পারছিল না,ওর কলেজে খুব ঘনিষ্ট বিবাহিত বান্ধবী ছিল নাম সুমি,ওর হাজবেন্ড বিদেশে থাকে।রুমা জানে সুমি অনেকদিন যাবৎ অভুক্ত ।
রুমা মনে মনে সুমির বাসায় আমার সাথে সেক্স করার প্লান করল,সে সুমিকে আমার আর ওর সব কথা খুলে বলল এবং

সুমিকে রাজী করে ফেলল।
পরদিন রুমা আমাকে নিয়ে সুমির বাসায় গেলো, রুমা সুমিকে আমার সাথে পরিচয় করে দিলো।সুমি আমাদের দুজন কে বাসায় রেখে নিজে কলেজে চলে গেলো।ওদিকে ফাকা বাসায় আমি রুমাকে জড়িয়ে ধরে ঠোটে কিস করতে লাগলাম, ওর জিভ টা নিজের মুখের ভিতরে নিয়ে খুব করে চুষতে লাগলাম,হাত দিয়ে ওর কলেজ ড্রেস এর উপর দিয়ে দুধ দুটো টিপতে লাগলাম।আস্তে আস্তে রুমার দুধ টিপতে টিপতে ঘাড়ে ,গলায় কিস করতে লাগলাম।রুমার জামা খুলে ব্রার উপর দিকের বের হওয়া দুধের আংশিক অংশ জিভ দিয়ে চাটতে লাগলাম আর পাছা টিপতে লাগলাম।রুমাকে কোলে করে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলাম।রুমার পাজামা টেনে নামিয়ে দিলাম রুমা এখন শুধু প্যান্টি আর ব্রা পরে আমার সামনে শুয়ে আছে। আমিও আমার জাম খুলে রুমার পাশে শুয়ে পড়লাম,রুমা আমার উপরে উঠে বসল।আমার উপর বসে আমার বুকে নাভীতে হাত বোলাতে লাগলো,আমার বুকে জিভ দিয়ে চাটতে আরম্ভ করলো,আস্তে আস্তে ওর জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে নীচের দিকে নামতে লাগল,আমার প্যান্ট টেনে নামিয়ে দিয়ে আমার দাঁড়ানো ধোনটা বের করল এবং চাটতে লাগলো।আমার ধোন টা কে ওর মুখের ভিতরে নিয়ে খুব সুন্দর করে চুষতে লাগলো।মুখ থেকে থুতু নিয়ে আমার ধোনে মাখিয়ে খেচতে লাগলো,যদিও বা আমি নিজে অনেক বার আমার ধোন খেচে মাল আউট করেছি কিন্তু আজকে রুমার হাতের খেচায় অন্যরকম একটা সাধ পাচ্ছিলাম যা বলে বোঝাতে পারবোনা।রুমা আমার ধোনের বিচি গুলো চাটছিল আর হাত দিয়ে ওর থুতু মাখানো আমার ধোনটা খেচতে ছিল।আমি রুমার মাথা টেনে এনে আমার ধোনটা ওর মুখে ঢুকিয়ে দিলাম আর আস্তে আস্তে ওর মুখে ঠাপ দিতে লাগলাম এভাবে ১০/১২ মিনিটের মতো ঠাপ দিয়ে রুমার মুখের ভিতরে আমার মাল ছেরে দিলাম।রুমা আমার মালগুলো চেটে পরিষ্কার করে ফেলল।এবার রুমাকে শুইয়ে দিয়ে ওর ব্রা খুলে ফেললাম,দুধ গুলো বের করে আচ্ছা করে চুষতে লাগলাম,দুই হাত দিয়ে দুই দুধের বোটা গুলো একসাথে করে দুটো বোটা চাটতে লাগলাম,রুমা সুখে আমার মাথা টা ওর বুকের দিকে আরো টানতে লাগলো,মুখ দিয়ে উহ,আহ শব্দ করতে লাগলো।রুমার দুধ থেকে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে শুরু করলাম ,ওর নাভি চেটে ওর প্যান্টি টা টেনে নিচে নামিয়ে দিলাম,রুমার রসে ভেজা গুদ থেকে একটা সেক্সি গন্ধ আমার নাকে এসে লাগলো,রুমার গুদে একটা আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে লাগলাম।রুমার গুদে আমিও একটু থুতু দিয়ে আরো পিচ্ছিল করে নিলাম,রুমার গুদ টা জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করলাম।রুমার গুদের রস আর আমার থুতু একসাথে হয়ে রুমার গুদ থেকে গড়িয়ে ওর পাছার দিকে পরছিল এতে রুমার পাছার ছিদ্রটা ভিজে উঠলো,আমার একটা আঙ্গুল ঐ ছিদ্রের উপর নাড়াতে লাগলাম,রুমা বলতে লাগলো আর সহ্য করতে পারছিনা এবার আমাকে কর,আমাকে চোদ,চুদে ঠান্ডা কর।প্লীজ তাড়াতাড়ি কর।রুমার গুদ চাটতে চাটতে আমার ধোন আবার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল,তাই আর দেরি না করে আমার ধোন রুমার গুদে সেট করে ঠাপ দিতে শুরু করলাম।এভাবে কিছুক্ষন চোদার পর রুমা আমাকে থামতে ইশারা করল,আমি রুমার গুদ থেকে আমার ধোন বের করে নিলাম,রুমা আমার ধোন টা আবার নিজের মুখ নিয়ে চুষতে লাগলো তারপর আমাকে শুইয়ে দিয়ে আমার উপর উঠে গুদটা আমার ধোনের উপর সেট করে ঠাপ দেয়া শুরু করল,আমার চোখের সামনে ওর দুধ দুটো ঝুলছিলো ,আমি ওর দুধদুটো চুষতে লাগলাম,ওর পাছা ধরে ওকে ঠাপ দিতে সহযোগিতা করতে লাগলাম,এভাবে ঠাপ খেতে আমারও খুব ভাল লাগছিলো,আমিও নিচ থেকে তল ঠাপ দেওয়া শুরু করলাম।যখন মনে হলো রুমার মাল আউট হয়ে যাবে তখন রুমাকে শুইয়ে দিয়ে ওর রান দুটো যতটা সম্ভব ফাক করে জোরে জোরে ঠাপ দিতে শুরু করলাম,রুমা

সুখে নানা রকম আওয়াজ করতে লাগলো উহ চোদ,চোদ আরো জোরে চোদ ।জান, আরো জোরে জোরে চোদ ,উহ কি সুখ আহ চোদ,এরপর আমাকে জড়িয়ে ধরে ওর মাল আউট করে দিলো,আমিও জোরে কয়েকটা ঠাপ দিয়ে ওর গুদের ভিতরে আমার মাল ফেলে দিলাম………………………।
সুমি কলেজ থেকে ফিরে আসার আগে আমরা আরো একাধিক বার নিজেদের দেহের ক্ষুদা মিটালাম,সুমি কলেজ থেকে ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিয়ে বলল ভাইয়া,কোন সমস্যা হয়নিতো।,আমি মাথা নেড়ে জানালাম না ঠিক আছে।সে বলল ভাইয়া আবার আসবেন,আমরা সুমির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরতে লাগলাম।
বাড়ী ফিরার সময় রুমা আমাকে বলল এভাবে আর কতোদিন।
একদিন সারারাত তোকে নিয়ে মজা করতে হবে দেখ একটু ব্যাবস্থা করতে পারিস কিনা আমি বললাম ঠিক আছে।তারপর প্রায় আমরা সুমির বাসায় যেয়ে সেক্স করতাম।হঠাত রুমা ওর মামার বিয়ে উপলক্ষে এক মাসের জন্য ওদের গ্রামের বাড়ী গেল আর আমি একা হয়ে গেলাম।
রুমা যাবার ২ দিন পর ওদের কলেজের সামনে সুমির সাথে আমার দেখা হল,সুমি আমাকে দেখে হেসে বলতে লাগল ভাইয়া ,মন খারাপ নাকি চিন্তা করেন কেন আমি আছি না।সুমির কথার মধ্যে এমন কি যেন ছিল,মনে হচ্ছিল সে তার অভুক্ত শরীরের ক্ষুদা মিটানোর জন্য আমাকে আমন্ত্রন জানাচ্ছে , সুমি আমাকে ওর বাসায় যাওয়ার দাওয়াত দিলো,আমি বললাম ঠিক আছে বিকেলের দিকে আসবো।তারপর বিকেলের দিকে আমি সুমির বাসায় গেলাম।
সুমি আমাকে ওর বাসায় নিয়ে বসালো,সুমিকে আমি সব সময় কলেজ ড্রেসে দেখেছি কিন্তু আজ প্রথম গেঞ্জি আর সেলোয়ার পরা অবস্থায় দেখলাম।সুমির টাইট গেঞ্জির ভিতরে কোন ব্রা পরেনি যার কারনে দুধের বোটা গুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।ওর বুকের সাইয ৩৭-৩৮ হবে।ওকে দেখেই আমার ধোন ফুলে উঠা শুরু হয়ে গেলো।সুমিকে দেখেই বুঝলাম আজকে ও চোদা খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে আছে।আমি সুমির দিকে হা হয়ে তাকি্যেছিলাম ,সুমি বলল কি দেখছেন এমন করে, আমি বললাম আপনাকে, আপনি যে এতো সুন্দর আগে কেন খেয়াল করিনি ভাবছি।সুমি প্রশংসা শুনে খুব খুশি হল,আর বলল এতোদিন আমার দিকে আপনার তাকানোর সময় ছিল কই। আপনিতো রুমাকে নিয়ে ব্যাস্ত ছিলেন,সমস্যা নেই তবুওতো আপনি আমার দিকে তাকানোর সময় পেয়েছেন এই বলে হাসতে লাগল,কি খাবো জিজ্ঞাসা করল।আমি বললাম ভাবছি কি খাওয়া যায়,আপনার সব খাবার ই তো আমার খেতে মন চাচ্ছে।সুমি হেসে জবাব দিলো আমিতো এখন আপনাকে কিছু খেতে দেইনি,আমি বললাম তাতে কি হয়েছে দিবেন তো।
এভাবে আমরা দুজন অনেক্ষন রসালো গল্প করলাম এবং আমরা একজন আরেকজন কে তুমি সম্বোধন করা শুরু করলাম। সুমির সাথে কথা বলতে বলতে আমার ধোন ফুলে উঠছিল,সুমির গুদ ও রসে ভরে উঠছিল কিন্তু আমরা কেউ কাউকে কিছু বলতে পারছিলামনা,দুজনেই উসখুস করছিলাম।
ওদিকে আমরা গল্প করতে করতে রাত প্রায় ১০টা বেজে গেলো,আমি সুমিকে বলে বাসার দিকে রওনা হতে চাইলাম,সুমি আমাকে দরজা কাছে এগিয়ে দিতে এলো,কিন্তু দরজার কাছে এসে দরজা না খুলে আমার হাত টেনে ধরলো,আমি অবাক হয়ে ওর চোখের দিকে তাকালাম, ও আমকে বলল আজকে না হয় আমার এখানে থাকো ,আমরা অনেক গল্প করব, আমি কি জবাব দিব বুঝতে পারছিলামনা,আমি ওকে হাত দিয়ে জড়িয়ে আমার বুকের কাছে টেনে এনে বললাম শুধুকি গল্প করব

আর কিছু করবোনা ,এই কথার উত্তরে সুমি আমার ঠোটে ওর নিজের ঠোট ছোয়ায়ে বলল জানিনা যাও।
আমি ওর চুলে হাত দিয়ে ধরে ওর ঠোটের মধ্যে আমার ঠোট রাখলাম।ওর জিভ আমার মুখে নিয়ে চুষতে শুরু করলাম,হাত নামিয়ে ওর পাছার মধ্যে টিপতে লাগলাম তারপর ওর গেঞ্জিটা টেনে খুলে ফেললাম,ওর বুকের সাথে আমার বুক মিশে রইল।এবার ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ওর সুন্দর দুধ দুইটা টিপতে লাগলাম আর ঘাড়ে,গলায়,পিঠে কিস করতে লাগলাম,ওর সেলোয়ারের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ওর রসে ভেজা গুদটাতে আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে লাগলাম।ওর কানের মধ্যে জিভ ঢুকিয়ে নাড়তে নাড়তে আঙ্গুল দিয়ে ওর গুদ খেচতে লাগলাম ও আর সহ্য করতে পারলনা আমার আঙ্গুলের খেচাতেই ওর গুদের রস ছেড়ে দিল।আমি আঙ্গুল বের করে নিলাম,ও আমার আঙ্গুল টা টেনে ওর মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে নিজের মাল গুলো চেটে খেয়ে নিলো।আমার দিকে ফিরে আমার গেঞ্জি খুলে ফেলল ,আমার বুকের মধ্যে কিস করতে লাগলো,আমার প্যান্ট খুলে দিয়ে আমার দাঁড়ানো ধোন টা টিপতে লাগল,ওর জিভ দিয়ে আমার দুধের বোটা গুলো চাটতে লাগলো ,ছেলেদের বোটা চাটলে যে এত সুখ হয় আমি এই প্রথম জানলাম।ও এবার আস্তে আস্তে আমার ধোনের কাছে ওর জিভ নিয়ে গেলো আমার ধোনের মাথায় জমে থাকা রসগুলো জিভ দিয়ে চাটতে লাগল,আম্র ধোনের বিচি গুলো হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে ধোন চুষতে লাগলো, রুমার মতো থুতু দিয়ে (পরে জেনেছিলাম রুমা ওর কাছ থেকে শিখেছ) আমার ধোন টা মাখিয়ে ওর জিভ ধোনের সামনে রেখে খেচতে লাগলো,আমি আরামে আর বেশিক্ষন নিজের মাল ধরে রাখতে পারলাম না,ওর মুখের ভিতরে মাল ছেড়ে দিলাম ।
ও চেটে আমার ধোন থেকে মাল গুলো খেয়ে নিলো,এবার ও আমাকে টেনে ওর খাটে নিয়ে গেল।আমাকে শুইয়ে দিয়ে নিজের সেলোয়ার খুলে ফেলল,আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল ওর দুধগুলো আমার পিঠের সাথে লেগে রইল,আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে কানের লতি জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে হাত দিয়ে আমার ধোন টিপতে লাগলো,ওর আদরে আমার ধোন আবার দাঁড়িয়ে গেল,সুমি আমাকে সোজা করে আমার ওপরে উঠে অর গুদটা আমার ধোনের উপরে সেট করে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে গুদের ভিতরে ধোন্ টা ধুকিয়ে নিলো,উপর থেকে প্রথমে আস্তে আস্তে পরে জোরে জোরে ঠাপাতে শুরু করল,এভাবে অনেকক্ষন ঠাপানোর পর ও আমার উপর থেকে নেমে আসলো এবং কুকুর চোদা ষ্টাইলে খটের উপ্র বসল বলতে লাগলো মাসুদ আমাকে এভাবে পিছন থেকে চোদ,আমি পিছন থেকে ওর গুদ আর পাছার ছিদ্র দেখলাম আসাধারন লাগছিল দেখতে,আমি আমার ধোন ওর গুদে সেট করে ঢুকাতে চাইলাম কিন্তু পারলামনা কারন ওর গুদ ততক্ষনে শুকিয়ে গিয়েছিল,আমি ধোন সরিয়ে ওর গুদ চাটা শুরু করলাম ওর গুদ আবার ভিজতে শুরু করলো ।
এবার আমি ওর ভেজা গুদে আমার ধোন ঠুকিয়ে চোদা শুরু করলাম,ওর পাছাটা ফাক করে ধরে পাছার ছিদ্র দেখতে লাগ্লাম আর গুদে ঠাপ মেরে গেলাম,ওর গুদে আমার ধোন্ টা আসা যাওয়া করছিল আর সুন্দর থাপ থাপ আওয়াজ হচ্ছিলো,ওদিকে সুমি আরামে শীৎকার করছিল উহ আহ আহ,ওর আওয়াজ পেয়ে আমি আরো জোরে জোরে ঠাপাতে লাগলাম ,ও বলতে লাগলো চোদ,আরো জোরে জোরে চোদ,আমি ওর এক হাত পিছনে টেনে আরেক হাত দিয়ে ওর চুল টেনে ধরে আরো জোরে ঠাপাতে লাগলাম।এক সময় সুমির গুদ আরো পিচ্ছিল হয়ে গেল বুঝলাম ওর আউট হয়ে গেছে আমিও আরো প্রায় ৩ মিনিট জোরে জোরে ঠাপ দিয়ে আমার মাল দিয়ে ওর গুদ ভরে দিলাম।আমি ক্লান্ত হয়ে ওর পিঠের উপ্র শুয়ে পরলাম। সুমি ও অনেক দিন পর চোদা খেয়ে নিজের গুদের জালা মিটিয়ে আমার নিচে শুয়ে রইল।এভাবে কিছুক্ষন শুয়ে থেকে দেখি

রাত প্রায় ১১-৩০টা বেজে গেছে।

আমরা দুজন উঠে বাথরুমে যেয়ে পরিষ্কার হয়ে আসলাম,যেহেতু বাসায় বলে যাইনি তাই সুমির কাছ থেকে বিদায় চেয়ে বাসায় ফিরতে চাইলাম ও আমাকে জড়িয়ে ধরে লম্বা একটা কিস করল আর বলল এতো অল্প সময়ের জন্য আমাকে চায়না ওকে কথা দিতে হবে যতদিন রুমা না আসে আমি ওর।আমি বললাম রুমা আসলেও আমি তোমার।দরকার হলে তোমাকে আর রুমাকে এক সাথে চুদব,আর এতে রুমাও খুশি হবে।কাল রাতে আসব এবং সারারাত থাকব এই বলে বাসায় ফিরে আসলাম……………।পরদিন রাতে আমি আবার সুমির বাসায় গেলাম,সুমি সেদিন হাতা কাটা ব্লাউজ আর একটা শাড়ি পরেছিল,শাড়ীতে সুমিকে খুব সুন্দর আর সেক্সি লাগছিল,সুমির বাসায় যেতেই ও আমার উপর ঝাপিয়ে পড়লো, চুমোতে চুমোতে আমাকে অস্থির করে দিলো,বলতে লাগল আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবেনা ,তুমি এসেছ আমার খুব ভালো লাগছে,কালকে তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে গেলে সারা রাত তোমার কথা ভেবে আমার গুদ ভিজেছে।আমি বুঝতে পারলাম আসলে ও অনেক দিন পর কারো চোদা খেয়েছে তো তাই ওর এই পাগলামি।

যাই হোক,আমি সুমিকে নিয়ে বিছনায় শুইয়ে দিয়ে ওর শাড়ী খুলে ফেললাম শুধু ব্রা আর প্যান্টিতে সুমিকে অনেক সেক্সি লাগছিল।আমিও নিজের জামা খুলে ফেললাম,জামা খুলে সুমির উপরে শুয়ে ওকে আদর করতে লাগলাম।সুমির কানে কিস করলাম ,গালে,গলায় কিস করলাম।আগের দিন উত্তেজনায় সুমির নগ্ন দেহ ভালোভাবে দেখা হয়নাই তাই আজকে ওকে ভালোভাবে দেখছিলাম।সুমির ব্রার উপর দিয়ে ওর দুধু টপতে লাগলাম ওর ব্রা খুলে দুধ গুলো দেখলাম,দুধের খয়েরো বোটা গুলো জিভ দিয়ে চাটতে লাগলাম ,সুমি আরামে আমাকে জোরে জড়িয়ে ধরল বলতে লাগলো আমার বোটা গুলো কামড়িয়ে খাও আমি সুমির এ কথা সুনে সুমির দুধ জোড়াতে আস্তে আস্তে কামড় দিতে লাগলাম ও মজা পেয়ে আমার মাথাটা আরও জোরে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল ।

ওর দুধ দুটো ধরে চাপতে লাগলাম আর ওর জিভটা আমার মুখে নিয়ে চুষতে লাগলাম,ওর জিভ চুষতে খুবই ভালোলাগছিলো,এভাবে কিছুক্ষন চাটার পরে আমি জিভ দিয়ে ওর গাল,কান,গলা চাটতে লাগলাম,ওর দুই বগলে ছোট ছোট চুল গুলো দেখে নাক দিয়ে বগলের গন্ধ শুকলাম।আস্তে আস্তে নীচে নেমে ওর নাভীতে,পেটে কিস করলাম,ওর প্যান্টীটা নামিয়ে যোনীটা বের করলাম,, যোনীর দু পাশে কিস করলাম,আমার নাকে ওর রসে ভরা যোনীর গন্ধ আসছিল,আমি ওর যোনীতে আমার মুখ ডুবিয়ে দিলাম।একদম চাছা গুদ মনে হয় আজকেই পরিষ্কার করেছে,আমার জীভ ওর গুদের নীচ থেকে শুরু করে একদম উপরে চাটতে লাগলাম,সুমি বলতে লাগলো ইশ ভালো করে চাট,আমার গুদ আজ পয˚ন্ত কেউ এভাবে চাটেনি।আমার খুব ভালোলাগছে প্লীজ এভাবে আরো চাটো।আমি এভাবে আরো কিছুক্ষন চেটে ওর গুদের ফুটায় জিভ ঢুকিয়ে দিলাম,এতে সুমির উত্তেজনা আর বেড়ে গেলো সে আমার মাথাটা ওর গুদে চেপে ধরলো, তারপর আর সহ্য করতে না মেরে ওর মাল ছেড়ে দিলো,আমি ওর গুদের মধ্যে মুখ রেখে ওর মাল পড়া উপভোগ করলাম,ওর মালগুলো চেটে গুদ পরিষ্কার করে দিলাম।ও এতোক্ষন তাকিয়ে আমার মাল খাওয়া দেখছিল,এবার মাথা টা টেনে আমাকে ওর বুকে টেনে নিলো।

আমাকে বুকে নিয়ে আমার চুলে হাত বুলাতে লাগলো,বলতে লাগলো ভাইয়া অনেক সুখ পেয়েছি কিন্তু আজকে আমার আরো অনেক সুখ লাগবে।আমি বললাম ঠিক আছে।কিছুক্ষন পর সুমি আমার উপরে উঠে আমাকে আদর করতে

লাগলো,আমার জিভ টা ওর মুখে নিয়ে চুষতে লাগল,আমার বুকে ,পেটে কিস করে আস্তে আস্তে আমার ধোনে হাত দিলো।আমার ধোনে নিজের মুখে নিয়ে চুষতে শুরু করল,ধোনের নিচে হাত দিয়ে বিচিগুলো নাড়তে লাগলো,মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে বিচিগুলো চাটলো,আমার খুব ভালো লাগছিল।
সুমি ধোন থেকে মুখ বের করে আমার উপরে উঠে আসলো,আমার ধোন টা ধরে ওর গুদে ঢুকিয়ে দিলো,ওর দুধগুলো আমার মুখের কাছে এনে আমার উপর থেকে ঠাপ দিতে লাগলো,আমি ওর দুধ গুলো মুখে নিয়ে চুষতে লাগলাম আর হাত দিয়ে ওর পাছা ধরে ঠাপ দিতে ওকে হেল্প করতে লাগলাম,এভাবে চুদতে আমার কাছে খুব ভালো লাগছিলো,এভাবে সুমি প্রায় ১০ মিনিটের মতো ঠাপালো তারপর আমি ওকে আমার পাশে শোয়ালাম,ওর একটি পা উপরে তুলে একপাশ থেকে ওর গুদে ধোন সেট করে ঠাপ দেওয়া শুরু করলাম আর হাত দিয়ে কিছুক্ষন ওর গুদের উপরে ঘষছিলাম আর দুধ টিপছিলাম,ধাপ ধাপ শব্দ হচ্ছিলো।এভাবে কিছুক্ষন ঠাপিয়ে গেলাম।সুমিকে পিছনে ফিরিয়ে শুইয়ে ওর গুদের নিচে একটা বালিশ দিলাম এবার ওর গুদটা একদম ফাক হয়ে ছিলো আমার ধোনটা ওর গুদে সেট করে ঠাপ দেয়া শুরু করলাম আর পিছন থেকে ওর দুধ টিপতে লাগলাম,ওর পিঠে, গলায়,কানে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলাম,এভাবে প্রায় ১০ মিনিটের মতো চোদার পরে দুজনে একসাথে নিজেদের মাল আউট করলাম।আমি সুমির উপর থেকে নেমে সুমিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলাম।
এভাবে সারারাত আমরা একজন আরেকজন কে আরো কয়েক বার তৃপ্তি রুমা ফিরে আসলো, তার পর থেকে রুমাকে সুমির বাসায় নিয়ে দিনের বেলায় চুদতাম আর রাতে সুমিকে চুদে ঠান্ডা করতাম।সুমিকে চোদার কথা রুমা জানত না,রুমা প্রায় আমাকে বলতো মাসুদ একদিন সারারাত তোর ঠাপ খেতে হবে আমি বললাম কিভাবে দেখ সুমিকে বলে ওকে রাজী করাতে পারিস কিনা।রুমা আমাকে বলল সুমি বিবাহিত ওর হাজবেন্ড আছে ও কি রাজী হবে?আমি বললাম আমি চেষ্টা করে দেখব,রুমা ভয় পেয়ে বলল না না পরে আমাদের দিনের বেলায় চোদার রাস্তাটাও বন্ধ হয়ে যাবে।আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম মাগি রাগ করবেনা ও তো এক পায়ে খাড়া কারন সুমি আমাকে একদিন বলেছিল ওর গ্রুপ সেক্স করতে খুব মন চায় এবং ও আর রুমা অনেক বার একজন আরেকজনের গুদ চেটে সুখ দিয়েছে আর ভেবেছ ইশ যদি সাথে আকজন পুরুষ লোক থাকতো।
পরদিন সুমিকে আমি সব জানালাম, সে বলল আসলে রুমার সাথে তো আমি খুব ফ্রী কিন্তু তোমার সাথেযে রুমা সেক্স করে হয়তোবা লজ্জায় সে আমাকে জানায়নি আর আমাদের সম্প`কের কথা রুমা জানেনা ।তুমি একটা প্লান করো যাতে আমরা সবাই মজা করতে পারি ।আমি বললাম ঠিক আছে।ভাবতে লাগলাম কিভাবে দুই জনের সাথে একসাথে সেক্স করা যায়।
পরদিন সুমিকে আমি বললাম রুমাকে নিয়ে আমি যখন তোমার বাসায় যাবো তখন তুমি কলেজের কথা বলে ঘর থেকে বের হয়ে যাবে এবং কিছুক্ষন পর ফিরে এসে আমদের দুজনের সেক্স করা অবস্থায় ফিরে আসবে বাকিটা আমি বুঝব।সুমি রাজি হয়ে গেলো।
পরদিন আমি রুমাকে নিয়ে সুমির বাসায় গেলাম এবং যথারিতি সুমি কলেজে গেলো,আমি আর রুমা দুজন রুমে ঢুকে একজন আরেকজন কে জড়িয়ে ধরে কিস করতে লাগলাম নিজেদের জামা কাপড় খুলে রুমাকে আদর করতে লাগলাম।এদিকে সুমি বাসায় ফিরে ওর কাছে থাকা চাবি দিয়ে দরজা খুলে ওর বেড রুমের দরজার কাছে এসে

দাড়ালো,দরজা ফাক করে আমাদের দুজন কে উলঙ্গ দেখতে লাগলো আর নিজের জামা কাপড় খুলে নিজেও উলঙ্গ হয়ে গেল।আমি তখন রুমাকে বিছানায় শুইয়ে ওর আমার ধোনটা রুমের মুখে ঢুকাচ্ছিলাম আর বের করছিলাম,আমি সুমিকে ইশারা করলাম সে যাতে এসে রুমার গুদ চাটা শুরু করে।

সুমি এসে রুমার গুদে মুখ ঢুকিয়ে চাটতে শুরু করল,রুমা আশ্চ`য হয়ে আমার ধোন থেকে নিজের মুখ সরিয়ে ওর গুদের দিকে তাকালো।সুমিকে দেখতে পেয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখল,সুমি বলতে লাগলো আর লজ্জা পেতে হবেনা তোর গুদ তো আজ প্রথম চাটছিনা আয় আজকে আমরা সবাই মিলে অনেক মজা করবো।রুমা ঠিক আছে বলে আমার ধোন মুখে নিয়ে চুষতে লাগলো,সুমি রুমার গুদ চুষতে লাগলো।দুই দুইটা মাগিকে এভাবে নেংটো দেখার পর আমি খুবই উত্তেজিত হয়ে গেলাম আমি রুমার মুখে কিছুক্ষন ঠাপ দিয়ে আমার মাল রুমার মুখে আউট করে দিলাম,এবার রুমাকে উঠিয়ে সুমিকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম রুমা ওর গুদটা নিয়ে সুমির মুখে ধরলো সুমি আবারো রুমার গুদ চাটা শুরু করলো,আমি আমার মুখটা সুমির গুদে এনে চাটতে লাগলাম সুমির গুদ চাটতে চাটতে আমার ধোন আবার দাঁড়িয়ে গেলো,ধোনটা সুমির গুদে সেট করে সুমিকে ঠাপাতে শুরু করলাম,সুমি অনেক্ষন ধরে রুমার গুদ চাটার ফলে রুমার গুদ থেকে জল বের হয়ে গেলো।রুমা এসে আমার ধোন ও সুমির গুদে থুতু দিয়ে পিচ্ছিল করে দিল আমি সুমির গুদ থেকে আমার ধোন টা বের করে আবার রুমার মুখে ঢুকিয়ে দিলাম,রুমা কিছুক্ষন আমার ধোন টা চুষে সুমির গুদে ধোন টা ঢুকিয়ে দিলো,সুমি সুখে উহ,আহ চোদ আরো জোরে চোদ বলতে লাগলো ,রুমা সুমির মুখে নিজের মুখ ঢুকিয়ে সুমির জিভ চুষতে লাগলো আর হাত দিয়ে সুমির দুধ টিপতে লাগলো,এভাবে কিছুক্ষন করার পর আমার ধোন টা কে সুমির গুদ দিয়ে চেপে ধরে সুমির গরম মাল দিয়ে আমার ধোন টা কে গোছল করিয়ে দিল।কিছুক্ষন আগে একবার আমার মাল বের হবার কারনে আমার আউট হচ্ছিল না,অনেক্ষন চোদা খাওয়াতে সুমিকে খুব তৃপ্ত দেখাচ্ছিল সে বিছানা থেকে উঠে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিল,আমার মুখে ওর মুখ ঢুকিয়ে আমার জিভ চুষতে লাগল আর রুমা আমার ধোনটাতে থুতু মেখে ওর মুখ দিয়ে চুষতে শুরু করলো,আমি আমার একটা হাতে সামান্য থুতু নিয়ে সুমির পাছার ফুটোতে আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে লাগলাম,সুমি জানতো ওর পাছা চোদার আমার খুব লোভ তাই সে একটা মুচকি হাসি দিল,রুমার চোষার ফলে আমার ধোন ও ফুলে ফুলে উঠছিল আমি রুমাকে কুকুরের কায়দায় দাড় করিয়ে পিছন থেকে রুমার গুদে আমার বাড়া টা চালান করে দিলাম,হাত দিয়ে ওর পাছাটা ফাক করে ওর পাছার ছিদ্রের মধ্যে থুতু দিয়ে আঙ্গুল ঘষতে লাগলাম,ভাবতে লাগলাম যেভাবেই হোক দুজনেরই পাছা দিয়ে চুদব।এসব ভাবতে ভাবতে আরো জোরে রুমাকে চুদতে লাগলাম, সুমি ওর গুদ টা নিয়ে রুমার মুখে দিয়ে দিলো,রুমা সুমির গুদটা চাটতে লাগল,এভাবে আমাদের তিনজনেরই খুব সুখ হচ্ছিল,আমি রুমা আর সুমি তিন জনেই প্রায় একসাথে নিজেদের মাল আউট করে দিলাম।

আজ আমরা তিনজনই খুব তৃপ্তি পেলাম,তিনজন একসাথে গোছল করে আমি আর রুমা বাসায় ফিরে আসলাম।

আসার আগে সুমি আমাকে ডেকে বলল,মাসুদ I LOVE YOU।আজকে তুমি আমাকে যে সুখ দিয়েছ তা আমি আর কোন দিন পাইনি।তাই আমি তোমাকে একটা গিফট দিতে চাই, রাতে সম্ভব হলে এসো।দিলাম।সেদিন রাতে খুব ক্লান্ত ছিলাম তাই আর সুমির বাসায় যেতে পারিনি।সেদিনের পর থেকে আমরা প্রায় একসাথে তিনজন সেক্স করতাম,সুমি প্রায় আমাকে রাতে ওর বাসায় যেতে বলত কিন্তু প্রায় ১৫ দিনের মতো রাতে ওর বাসায় যেতে পারিনি।

প্রায় ১৫ দিন পর রাতে আমি ওর বাসায় গেলাম,সুমি আমাকে দেখে খুব খুশি হলো,আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করল বলতে লাগলো কতদিন পর আমার সোনামনি টাকে একা পেয়েছি,সে আমাকে বলল আজকে তোমার জন্য একটা গিফট আছে,আমি জানতে চাইলাম কি সে শুধু একটা মুচকি হাসি দিয়ে বলল আমাকে অনেক সুখ দাও তারপর বলব।
ও একটা গেঞ্জী আর হাফপ্যান্ট পরে ছিল,আমি ওর গেঞ্জির উপর দিয়ে দুধগুলো টিপতে টিপতে মুখের মধ্যে জিভ ঢুকিয়ে দিলাম হাত দিয়ে ওর পাছা টিপতে লাগলাম,ওকে অনেক আদর করতে লাগলাম,ও আমার জামা কাপড় খুলে দিয়ে নিজেও সব খুলে ফেলল।আমার ধোন চুষে নিজের গুদে ঢুকিয়ে দিলো,আমাকে নিচে শুইয়ে আমার উপরে উঠে নিজেই ঠাপ দিয়ে গেল ওর মাঝে গুদের রস তাড়াতাড়ি বের করার একটা আগ্রহ কাজ করছিল এবং সে দ্রুত ঠাপ দিয়ে নিজের গুদ থেকে জল আউট করে ফেলল,আমি ওর তাড়াতাড়ি করার কোন কারন বুঝছিলামনা,যাই হোক ওর মাল আউট হবার পরে ও আমার উপর থেকে নেমে গেলো,আমার ধোন তো তখন দাঁড়িয়ে আছে।
আমার উপর থেকে নেমে আমার ধোনের মধ্যে বেশি পরিমানে থুতু দিয়ে পিচ্ছিল করে চুষা আরম্ভ করলো,আমার হাত টা নিয়ে ওর পাছার ছিদ্রে রাখলো,আমিও আমার হাতে থুতু নিয়ে ওর পাছায় আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে লাগলাম।এবার সত্যিই আমার অবাক হবার পালা কারন ও আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগলো মাসুদ,আজকে আমার পাছায় তোমার ধোন ঢুকিয়ে আমাকে সুখ দাও,আমি জানি তোমার খুব সখ আমার পাছা দিয়ে চোদার আজ তুমি তোমার সখ পুরন কর।আমি খুশিতে ওকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলাম।
ওকে পিছন দিকে ঘুরিয়ে ওর পাছাটা আমার সামনে নিয়ে আসলাম.ওর পাছার ছিদ্রটা ভালোভাবে দেখতে লাগলাম,ওটার রং কিছুটা গোলাপি ,আমি ওর পাছার কাছে মুখ নিয়ে কিছুটা থুতু দিলাম তারপর আমার একটা আঙ্গুল ওর ছিদ্রের মধ্যে নাড়তে নাড়তে ঢোকানোর ছেষ্টা করলাম ও ব্যাথা পেয়ে ওহ শব্দ করে উঠলো।আমি ভালো ভাবে থুতু দিয়ে ওর ছিদ্রটা আরো পিচ্ছিল করলাম তারপর ওর পাছায় ধোন সেট করে আস্তে আস্তে ঢোকানোর চেষ্টা করলাম ও ওর হাত দিয়ে পাছাটা কে যতটুকু সম্ভব ফাক করে রাখলো,আমিও ধোন টা আস্তে আস্তে ওর ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম ও ব্যাথায় চিৎকার করে উঠলো।আমি আমার ধোনটা বের করে নিতে চাইলাম বললাম থাক বাদ দাও।সুমি আমার দিকে ফিরে বলল না আমি যতই ব্যাথা পাই ,তবু তুমি আজকে পাছা চোদা দাও।
আমি এবার ওর পাছায় ধোন ঢুকিয়ে ছোট ছোট ঠাপ দেয়া শুরু করলাম ওর পাছা থেকে রক্ত বের হচ্ছিল কিন্তু ও প্রথমে ব্যাথায় একটু ও আ শব্দ করলেও আস্তে আস্তে ওর ব্যাথা কমে আসছিল ও চোখে পানি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসি দিয়ে বলতে লাগলো জান,এখন আর ব্যাথা নেই তুমি ইচ্ছে মতো চোদ,আমার কাছেও ভালো লাগছে,তুমি চোদ।আমি সুমির পাছায় ধোন ঢুকিয়ে কচি গুদ চোদার মতো মজা পাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল একদম কচি একটা গুদ চুদছি,আমি আমার আঙ্গুল দিয়ে ওর গুদে আংলি করতে করতে ওর পাছা চুদতে লাগলাম,এভাবে কিছুক্ষন চোদার পরে ওর পাছা থেকে ধোন বের করে নিয়ে ওর ভেজা গুদে ঢুকিয়ে দিলাম ওর পাছার ছিদ্রে আর আমার ধোনে হাল্কা রক্ত লেগেছিল।আমি ওর তল পেটের নিচে বালিশ দিয়ে ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে আচ্ছামত চুদতে লাগলাম।ওর দুধ টিপতে টিপতে আর ঘাড়ে ,পিঠে কিস করতে করতে ওর গুদের ভিতরে আমার মাল ফেলে দিলাম আমার আগে আগে সুমিও ওর গুদের রস ছেড়ে দিল,এভাবে সারারাত ওর গুদ আর পোদ দুটো চুদে চুদে দুজনেই সুখ করলাম।সকালে আসার সময় সুমিকে ওর পাছায়

চুদতে দেবার জন্য একটা কিস করে ধন্যবাদ দিয়ে আসলাম।

তারপর রুমাকেও একদিন সুমির মতো পাছায় চুদলাম।

এভাবে আমাদের তিন জনের যৌনজীবন ভালোই কাটছিল,কিন্তু কিছুদিন পর সুমির হাজবেন্ড দেশে ফিরে আসলো আর সুমিকে সাথে নিয়ে বিদেশে চলে গেল ,যাবার আগে সুমি ওনেক কান্না কাটি করেছিল।সুমি বিদেশে যাবার পরে প্রায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতো আর বলতো সে কখনই আমাদের কথা ভুলতে পারবেনা এবং আমাদের ওনেক মিস করে।

যাই হোক সুমি বিবাহিত ওর হাজবেন্ড আছে,ওর তো সেক্স করা নিয়ে কোন সমস্যা নেই সমস্যাতো আমার আর রুমার।সুমি চলে যাবার পর আমি আর রুমা রেগুলার সেক্স করতে পারছিলাম্ না, মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে সেক্স করতাম কিন্তু মন ভরে চুদতে পারতাম না।ঠিক এ সময় আমার জীবনে নতুন একজন সঙ্গী পেলাম যার কারনে সুমি চলে যাবার পরেও আমার সেক্স লাইফে কোন সমস্যা হয়নি।

একদিন রুমার বাসায় কেউ নেই আর সুযোগ পেয়ে আমি আর রুমা একজন আরেকজন কে নিয়ে মেতে উঠেছি এমন সময় এক ভাবী নাম লিমা এসে উপস্থিত……………………….।

আমি আর রুমা যখন নিজেকে নিয়ে খুব ব্যাস্ত তখন লিমা ভাবি এসে দরজা নক করল,সে রুমার আম্মুর সাথে দেখা করার জন্য এসেছিল।রুমা আর আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম, রুমা আমাকে ওর রুমে রেখে জামা কাপড় পরে যেয়ে দরজা খুলে দিল, আর আমিও জামা কাপড় পরে ওদের ড্রয়িং রুমে যেয়ে বসলাম।আমরা দুজনই উত্তেজিত ছিলাম যার কারনে দুজনেই ঘেমে ছিলাম।

রুমা ওর আম্মু বাসায় নেই বলে লিমা ভাবিকে বিদায় করে দিতে চাইল কিন্তু ভাবি রুমার সাথে কথা বলতে বলতে ওদের ড্রয়িং রুমে চলে আসলো।এসে দেখে আমি টিভি দেখছি,সে আমার আর রুমার ঘামে ভরা চেহারা দেখে মুচকি হাসি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল মাসুদ,কেমন আছো,কি করতেছো।আমি বললাম এইতো টিভি দেখছি আর রুমার সাথে গল্প করছি।সে হেসে আবার বলল টিভি দেখছ না অন্য কিছু করছো,আমি হেসে বললাম না টিভিই দেখছি।সে আমাদের বলল ঠিক আছে টিভি দেখ আমি চলে যাই।এই বলে সে আমাদের দুজন কে রেখে চলে গেলো

রুমা আর আমি আবার নিজেদের খেলায় মেতে উঠলাম।দুজন দুজনকে তৃপ্তি দিয়ে রুমাকে ওর বাসায় রেখে আমি আমার বাসায় ফিরে আসলাম।

আমি তখন টুকটাক প্রাইভেট পড়াই,রাতে ছাত্র পড়িয়ে আসার পর আমার মা আমাকে বলল,লিমা ভাবী বাসায় এসেছিল বলে গেছে আমি যেন অবশ্যই তার সাথে দেখা করি।

আমিতো লিমা ভাবীর কথা শুনে মনে করেছিলাম না জানি কি হয়েছে সে আবার আমার মাকে কিছু বলল কিনা।

আমার বাসার সামনের বাসায় লিমা ভাবীদের,ওনার হাজবেন্ড একটি ট্রাভেল এজেন্সীর মালিক।ওনার একটা মেয়ে না`সারীতে পরে নাম কনক।ভাবি দেখতে ওনেক সুন্দর,সাস্থ ভালো, বয়ষ-৩০/৩৫ এর মতো,বুক আর পাছাটা একদম ভরাট।ওনাকে দেখলেই যে কোন পুরুষ লোকের কামনা জেগে উঠবে।আমাদের এলাকার কতো ছেলে যে ওনার কথা ভেবে হাত মারে তার কোন ঠিক নেই।

আমি ওনার বাসায় যেয়ে নক করতেই উনি নিজেই দরজা খুলে দিলো,সে একটা মেক্সি পরে ছিল নিজে ব্রা না পরার কারনে উনার দুধ দুটো হালকা ঝুলে ছিল।উনি আমাকে উনার ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসালো।ওনার হাজবেন্ড তখন বাসায় ফিরেনি।ভাবিকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাবি আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন কেন?
ভাবি হেসে বলল ,আমার মেয়ের জন্য একজন টিচার দরকার জানোতো তোমার ভাই সবসময় বাসায় থাকেনা তাই অপরিচিত কাউকে তো আর টিচার হিসাবে রাখা যায়না, তোমাকে দুপুরে দেখার পর ভাবলাম তুমি আমাদের পরিচিত আর তুমি আমার মেয়েকে ভালোভাবে যত্ন নিয়ে পড়াবে তাই তোমাকেই আসতে বলেছি।এখন তুমি কি একটু সময় করে আমার মেয়ে কে পড়াতে পারবে তাহলে আমার খুব উপকার হয়।
আমি বললাম ভাবি ঠিক আছে,কখন আসতে হবে।ভাবি বলল আজকে যেই সময় রুমার সাথে গল্প করছিলে সেই সময় আসলেই হবে,বলে হাসতে লাগলো।
আমি বললাম ঠিক আছে ভাবি তাহলে কাল দুপুরে চলে আসবো আপনি রেডি থাকবেন এই বলে আমিও হাসতে হাসতে চলে আসলাম।
পরদিন দুপুরে আমি লিমা ভাবির বাসায় গেলাম,আজকে দরজা নক করতেই ভাবির কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিলো।ভাবির কাজের মেয়েও একটা মাল।
আমি কনক কে পড়াতে আরম্ভ করলাম কিন্তু ভাবিকে দেখতে পেলামনা,আমাকে ভাবির কাজের মেয়ে এসে নাস্তা দিয়ে গেলো,ভাবির কথা জিজ্ঞাসা করলে জানালো উনি অসুস্থ তাই ঘুমিয়ে আছে।আমি আর কথা বাড়ালামনা কনককে পড়িয়ে চলে আসলাম,এভাবে ২/৩ দিন কনককে পড়ালাম কিন্তু ভাবিকে দেখতে পেলামনা,প্রতিদিন ই কাজের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে বলে অসুস্থ ঘুমাচ্ছে ডাকতে নিষেধ করেছে।আমি ভাবলাম ভাবি আবার কোন কারনে আমার উপর রাগ করলোনাতো।
৪/৫ দিন পরে একদিন ভাবি নিজেই দরজা খুলে দিল,ভাবিকে দেখে ভালো লাগলো জিজ্ঞাসা করলাম ভাবি আপনি নাকি অসুস্থ এখন কেমন আছেন,কি হয়েছিল।ভাবি বলল এখন সুস্থ আর কি অসুখ হয়েছিল তুমি বুঝবেনা বলে হাসতে লাগলো।তারপর থেকে কনক কে পড়াতে গেলে ভাবির সাথে অনেক গল্প হতো কিন্তু আমি যতোদিন ই পড়াতে গেছি কোনদিন ওনার হাজবেন্ড এর সাথে দেখা হয়নাই।একদিন ভাবিকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাবি ভাইয়া কই ওনাকে তো একদিন ও দেখলামনা।এই প্রশ্ন শুনে ভাবি কোন উত্তর দিলোনা। দেখলাম উনি একটু মন খারাপ করে ফেলল তারপর আবার হাসি দিয়ে বলল তোমার ভাইয়ের কি আমাদেরকে দেয়ার সময় আছে সে তো তার ব্যাবসা নিয়ে ব্যাস্ত ।আমি বললাম কি বলেন ভাবি আপনি কতো সুন্দর, আমার বউ এতো সুন্দর হলে তো আমি ঘর থেকে বের হতামনা,সারাদিন ওর কাছে থাকতাম। ভাবি আমার কথা শুনে হাসতে লাগলো,প্রায় ভাবি আমার সাথে গল্প করতো,একদিন দুপুরে পড়াতে যেয়ে দেখলাম কনক ঘুমাচ্ছে ভাবি বলল থাক কনক ঘুমাক আসো আমরা দুজন গল্প করি।আমরা বিভিন্ন ব্যাপারে গল্প করছিলাম,ভাবি ওদিন একটা চুরিদার পাজামা আর কামিজ পরে ছিল ওনাকে দেখতে অনেক সেক্সি লাগছিল।হঠাৎ ভাবি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো,তুমি ওদিন রুমার বাসায় কি করছিলে? আমি বললাম ভাবি কিছুনা এমনি গল্প করছিলাম।ভাবি আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল আজকেও তো তুমি আমার সাথে গল্প করছো কিন্তু কই আমরা তো কেউ ঘামছিনা?সত্যি করে বল কি করছিলে,একজন

আরেকজনের উপর শুয়ে ছিলে নাকি?বলে হাসতে লাগলো।
আমি ভাবির কথা শুনে একটু হতভম্ভ হয়ে গেলাম,ভাবি আমাকে অভয় দিয়ে বলল এটা কোন ব্যাপার না এই বয়সে এ রকম একটু করেই, তা শুধু জড়িয়ে ধরেছিলে নাকি আর কিছু করেছ?আমি চুপ করে রইলাম।ভাবিকে কি বলব বুঝতে পারছিলামনা।
আমি ভাবিকে বললাম ভাবি রুমার কথা বাদ দেন আপনার কথা বলেন,আপনি এত সুন্দর ভাইতো মনে হয় আপনাকে অনেক আদর করে।ভাবি গত দিনের মতো মন খারাপ করে ফেলল বলল দেখ মাসুদ,তুমি বললে আমি অনেক সুন্দর এবং আমি জানি আমার কথা ভেবে তোমার বয়সী অনেক ছেলের প্যান্ট খারাপ করে ফেলে কিন্তু তোমার ভাই আমার দিকে ঠিক মতো নজর দেয়না,সে বাহিরে অনেক মেয়ের সাথে আনন্দ ফু`তি করে বেড়ায় আর এদিকে আমি প্রতিদিন তোমার ভাইয়ের জন্য অপেক্ষায় থাকি,এই বলে ভাবি কাদতে শুরু করলো।
আমি সোফা থেকে উঠে ভাবির কাছে গেলাম ভাবিকে সান্তনা দেয়ার জন্য।আমি ওনার পাশে বসে বললাম ভাবি কাদবেননা,আমি তো আছি।ভাবি এ কথা শুনে আমার কাধে মাথা রেখে কাদতে শুরু করল।আমি ভাবির কাধে হাত দিয়ে সান্তনা দিতে লাগলাম।ভাবির কাধে হাত রাখার পর সে আমার আরো কাছে সরে আসলো।আমি ভাবির কাধ থেকে হাত সরিয়ে উনার কোমরে হাত রেখে ওনাকে আরো কছে টেনে আনলাম আর একহাত দিয়ে ওনার চোখের পানি মুছতে লাগলাম।ভাবির চোখ মোছার সময় সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল,সে আমার হাতের মধ্যে একটা চুমো খেলো,দুই হাত দিয়ে আমার হাত ধরে ওনার বুকের উপর নিয়ে রাখলো ওনার ঠোট টা আমার ঠোটের কাছে নিয়ে আমার ঠোটের সাথে ছোয়ালো।আমি ওনাকে টেনে আমার কোলের উপর বসালাম দুই হাত দিয়ে ওনাকে জড়িয়ে ধরে ওনার ঠোটে আমার ঠোট ডুবিয়ে দিলাম,উনি আমার জিভটা চুষতে লাগলো।ওনাকে কোলে বসিয়ে ওনার পাজামার উপর দিয়ে ওনার গুদের উপর হাত রাখলাম,হাত দিয়ে ডলতে লাগলাম।আমার হাতের ছোয়া ওনার গুদের উপর পরতেই উনি আমার জিভটাকে আরো জোরে চুষতে লাগল,আমার হাত টা টেনে ওনার পাজামার ফিতার ভিতর দিয়ে ওনার গুদের উপর রাখলো।দেখলাম ভাবির গুদটা একদম ভিজে গেছে।ভাবিকে দাড় করিয়ে ওনার পাজামা খুলে দিলাম ,ওনার একটা পা সোফার উপরে রেখে গুদটা ফাক করে ওনাকে আমার সামনে দাড় করালাম,দেখলাম গুদ থেকে রস বের হয়ে ওনার রান দিয়ে গড়িয়ে পরছে,আমি ভাবির গুদের মধ্যে আমার আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলাম, আঙ্গুল ঢুকিয়ে গুদের ভিতর বাহির করতে লাগলাম,ভাবি আবার ওনার জিভটা আমার মুখে ঢুকিয়ে দিল,আমি ওনার জিভ টা চুষতে লাগলাম আর আঙ্গুল দিয়ে ওনার গুদে খেচতে লাগলাম।ভাবি সুখে আমার আঙ্গুলের খেচাতেই নিজের মাল ছেড়ে দিল।আমার পুরো হাত ওনার গুদের রসে ভিজে গেল।
উনি দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওনার গুদের রস ফেলল,আমি ভাবির ফাক হয়ে থাকা গুদ থেকে আমার আঙ্গুল বের করে ফেললাম।এবার ভাবি আমার আঙ্গুল টা ওনার মুখে নিয়ে চুষে ওনার মালগুলো খেলো,আমাকে দাড় করিয়ে আমার প্যান্ট খুলে দিল,আমার দাঁড়ানো বাড়া টা হাত দিয়ে ধরে আমাকে সোফায় বসিয়ে দিলো নিজে সোফার নিচে বসে আমার বাড়ার মাথায় আস্তে আস্তে কিস করতে লাগলো,আমি দুই হাত দিয়ে ভাবির মাথাটা ধরে আমার বাড়াটা ওনার মুখের ভিতরে চালান করে দিলাম।ভাবি আমার বাড়াটা চুষতে লাগলো,বাড়াটাকে নিজের মুখের ভিতরে আগপিছ করতে লাগলো,কি যে ভালো লাগছিল বোঝাতে পারবোনা।ভাবি হাত দিয়ে আমার বিচিগুলো চাটছিলো আর বাড়া টা চুষছিল।ভাবি আমার দাঁড়ানো বাড়াটা

ছেড়ে দাড়ালো,আমার গেঞ্জি খুলে আমার ঠোটে কিস করতে করতে আমার দাড়ানো বাড়ার উপর ওনার গুদটা বসিয়ে দিল।দুই পাশে দুই পা দিয়ে আমার কোলের উপর বসে ঠাপ দিতে লাগলো আর আমার ছোট ছোট দুধের বোটা গুলো জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো।ভাবি এভাবে কিছুক্ষন ঠাপালো,আমি ভাবির পাছা ধরে ঠাপ দিতে সাহায্য করলাম, ভাবির জামা খুলে দিলাম,ভাবি একটা কালো ব্রা পরে ছিল পিছনে হাত দিয়ে ওনার ব্রাটা খুলে দিলাম,ওনার দুধগুলো উন্মুক্ত হয়ে গেলো,ভাবির দুধ দুটো দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম,দেখলাম দুধ দুটো একটুও ঝুলেনি,একদম খাড়া খাড়া,ভাবির দুধের বোটায় আমার জিভ ছোয়ালাম,ভাবি ঠাপানো বাদ দিয়ে আমাকে মাথাটা ওনার দুধের উপর চেপে ধরলো,আমি ভাবির দুধ দুটো পালাক্রমে চুষতে লাগলাম,দুধ চোষার ফলে ভাবি বারবার ওনার গুদ দিয়ে আমার বাড়াটা চেপে চেপে ধরছিলো,কিছুক্ষন দুধ চুষে ভাবির ঠোটে আবার জিভ ঢুকিয়ে দিলাম আর ভাবির পাছা ধরে উচু করে আমি নিচ থেকে ঠাপ দেয়া শুরু করলাম।

এভাবে ভাবিকে কিছুক্ষন ঠাপিয়ে ভাবিকে আমার উপর থেকে নামালাম ওনাকে দাড় করিয়ে ওনার হাত দুটো সোফায় উপরের অংশে আর একটা পা সোফার নিচের অংশে রেখে পিছন দিয়ে ওনার গুদে আমার বাড়া টা ঢুকিয়ে দিলাম ,পাছাটা ফাক করে ওনার পাছার ছিদ্রে অনেক গুলো থুতু দিয়ে পাছাটা পিচ্ছিল করে নিলাম,একটা আঙ্গুল ওনার পাছার ছিদ্রে নাড়তে নাড়তে ঠাপাতে লাগলাম,উনি বার বার সুখে ওহ,আহ আহ শব্দ করছিল আর বলছিল প্লীজ মাসুদ , উহ আহ আরো আরো জোরে চোদ্, তোমার ভাবির গুদ ফাটিয়ে চোদ,ইশ কত সুখ,আরো জোরে প্লীজ।আমি ভাবির শীৎকার শুনতে শুনতে আরো জোরে ঠাপিয়ে গেলাম,ভাবি এভাবে শীৎকার করতে করতে আজকে ২য় বারের মতো নিজের মাল ছেড়ে দিলো, এভাবে ঠাপাতে ঠাপাতে আমিও ওনার গুদে আমার মাল ফেললাম।দুজনই নিজেদের মাল আউট করে আপাতত ঠান্ডা হলাম।ভাবির গুদ থেকে আমার ধোন বের করে ভাবিকে নিয়ে দুজনই সোফার উপরে বসলাম,ভাবির চোখে মুখে একটা তৃপ্তি দেখতে পারছিলাম।

....।

সোফায় বসে ভাবি আবার আমার নেতানো বাড়াটা হাতাতে লাগলো,মুখ নামিয়ে আমার বাড়াতে লেগে থাকা দুজনের মালগুলো চেটে খেলো।

ভাবিকে টেনে আমার পাশে আবার বসালাম,জিজ্ঞাসা করলাম ভাবি তৃপ্তি পেয়েছেন জবাবে ভাবি আমার দিকে মুচকি হাসি দিয়ে বলল অনেক,অনেক তৃপ্তি পেয়েছি।জানো আমি আজকে প্রায় ৬ মাস পর কোন বাড়া দিয়ে চোদালাম,বাড়া দিয়ে চোদানোর যে কি মজা এ মজা থেকে আমি অনেক দিন বঞ্চিত ছিলাম।আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন?ভাবি বলল তোমার ভাই আমাকে গত প্রায় ৬ মাস যাবৎ চোদেনা,আমি প্রতিদিন চোদানোর আসায় থাকি কিন্তু সে প্রায় কোন না কোন মাগিকে চুদে আসে তাই আর আমাকে চুদতে চায়না,আমি এ জন্য মেশিন বা আঙ্গুল দিয়ে নিজের টা নিজে খেচি আর না হয় লতা কে নিয়ে লেসবিয়ান সেক্স করি।আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম লতা কে?লতা আমাদের কাজের মেয়ে,সে খুব ভালো সেক্স করে ওর সাথে সেক্স করে আমি আমার যৌন চাহিদা মিটাই।আরো বলল তোমাকে যেদিন প্রথম রুমার বাসায় দেখি সেদিন থেকে তোমার চোদা খাবার জন্য পাগল হয়ে ছিলাম,আমি তোমার ব্যাপারে লতার সাথে ও আলাপ করেছি , সে ও বলল আমার সেক্স মিটানোর জন্য তুমিই পারফেক্ট,আর আজকে তোমাকে যা দেখলাম তাতে তো বুঝলাম আমি ভুল

করিনি।আমরা দুজন ন্যাংটো হয়ে সোফায় বসে এভাবে গল্প করছিলাম।ভাবি আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি রুমাকে রেগুলার চুদি কিনা,বললাম ভাবি আগে ওর এক বান্দবীর বাসায় সব সময় চুদতে পারতাম কিন্তু এখন ওর বান্দবী এখান থেকে চলে গেছে তাই ইচ্ছে করলেও সবসময় চুদতে পারিনা,তবে ওর বান্দবী থাকতে আমরা প্রাই গ্রুপ সেক্স করতাম,আর ভাবিকে শুনিয়ে বলতে লাগলাম ভাবি গ্রুপ সেক্সে যা মজা আপনি না করলে বুঝতে পারবেননা।আসলে আমার উদ্দেশ্য ছিল ভাবির কাজের মেয়ে লতা এবং ভাবিকে নিয়ে গ্রুপ সেক্স করা কারন লতাকে আমি যতটুকু দেখেছি শালী আসলে একটা মাল।

ভাবির সাথে কথা বলতে বলতে আমার বাড়া আবার দাঁড়িয়ে গেল,ভাবির মাথাটা টেনে এনে ভাবির মুখে আমার বাড়াটা ভরে দিলাম ,ভাবি বাড়াটা চুষতে লাগলো এভাবে ভাবিকে দিয়ে অনেক্ষন আমার বাড়া চোষালাম তারপর সোফার উপরে ভাবিকে শুইয়ে দিয়ে ভাবির গুদ চুষতে লাগলাম। এভাবে ভাবিকে উত্তেজিত করে আমার বাড়া ভাবির গুদে ঢুকিয়ে দিলাম ।এভাবে ভাবিকে বিকেল প`যন্ত চুদে ঠান্ডা করে আমি বাসায় ফিরে আসলাম।

পরদিন আমি রুমাকে সব জানালাম,শুনে রুমা খুব খুশি হল বলল দেখ ভাবিকে ম্যানেজ করে আবার আমরা গ্রুপ সেক্স করতে পারি কিনা।বললাম চেষ্টা করব।

পরদিন আমি যথারীতি কনক কে পড়াতে গেলাম,সেদিন লতা দরজা খুলে দিল আর আমাকে দেখে একটা মুচকি হাসি দিয়ে আমি কেমন আছি জানতে চাইল।আমি ভালো বলে ওকে পাশ কাটিয়ে কনক কে পড়াতে গেলাম।কনক কে পড়ানোর সময় ভাবি এসে বলে গেল পড়ানো শেষ হলে আমি যেন অপেক্ষা করি দরকার আছে।

কনক কে পড়ানো শেষ হলে লতা কনক কে ওর রুমে নিয়ে গেলো ঘুম পাড়িয়ে দিতে আর ভাবি আমাকে ওনার বেডরুমে টেনে নিয়ে দরজা খোলা রেখেই আমার ঠোটে ঠোট রেখে পাগলের মতো জিভ চুষতে লাগলো আর হাত দিয়ে আমার বাড়া টিপতে লাগলো।আমিও ভাবির ঠোটে আমার জিভ ঢুকিয়ে দিয়ে জিভ চোষাতে চোষাতে ওনার পাছা টিপতে লাগলাম।ভাবিকে খোলা দরজা দেখিয়ে বললাম ভাবি যদি লতা চলে আসে ?ভাবি বলল আসলে আসুক আজকে ঐ মাগিকেও চুদে দিবি,ও তোর চোদার জন্য পাগল হয়ে আছে,মাগী আসার আগেই আমাকে একবার চুদে নে।ভাবির মুখে তুই শব্দ শুনে আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল আর চোদার সময় একটু খারাপ শব্দ না হলে চোদায় ঠিক মজা আসেনা।ভাবি আমার বাড়া হাতাতে হাতাতে আমার গেঞ্জি প্যন্ট খুলে দিলো আমিও ভাবির শরীর থেকে ওনার সব কাপড় খুলে দিলাম।ভাবিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওনার গুদ ফাক করে গুদের ভিতরে আমার দাঁড়ানো বাড়া ঢুকিয়ে ঠাপানো শুরু করলাম ,ভাবিকে শুইয়ে ঠাপ দেবার সময় হঠাৎ আমার পিঠে কারো স্প`ষ অনুভব করলাম ,তাকিয়ে দেখি লতা ওর জামা কাপড় সব খুলে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।লতা কে আমি কাছে ডেকে এনে ওর ঠোটে আমার জিভ ঢুকিয়ে দিলাম আর লতা ওর গুদটা নিয়ে ভাবির মুখে ধরলো,ভাবি লতার গুদ চুষতে চুষতে আমার ঠাপ খেতে লাগলো।এভাবে কিছুক্ষন ঠাপানোর পর ভাবির গুদের রস বের হয়ে গেলো আমি ভাবিকে উঠিয়ে লতাকে শুইয়ে দিলাম আর ভাবির রসে ভেজা গুদটা লতার মুখে ঢুকিয়ে দিলাম।লতা ভাবির গুদ টা চুষতে লাগলো আর আমি লতার গুদে আমার বাড়া ঢুকিয়ে লতাকে চুদতে লাগলাম।লতার গুদটা ভাবির গুদের চাইতে বেশি টাইট।ভাবি যখন লতাকে ওনার গুদ খাওয়াচ্ছিল তখন ওনার পাছাটা আমার চোখের সামনে ছিল,আমি আমার হাত দিয়ে ভাবির পাছাটা টিপতে লাগলাম।ভাবির পাছাটা খুব সুন্দর।এই অবস্থায় লতাকে কিছুক্ষন চুদে আমি এবং লতা একসাথে নিজেদের মাল আউট করলাম।

আমার মাল আউট হবার পর বাড়াটা লতার গুদ থেকে বের করে নিলাম ভাবি আর লতা একসাথে দুজন আমার বাড়া চাটা শুরু করলো,ওহ কি যে ভালো লাগছিলো ,দুজন চেটে আমার বাড়া একদম পরিস্কার করে দিলো।ওদের দুজনের চাটার ফলে আমার বাড়া দাড়িয়েই রইল ।আমি খাট থেকে নিচে নেমে দাড়ালাম আর ভাবিকে কুকুরের কায়দায় বিছানায় শোয়ালাম লতা নিচ নেমে আমার বাড়া চাটতে লাগলো আর আমি ভাবির গুদে মুখ দিয়ে চাটতে লাগলাম,ভাবির গুদ চুষতে চুষতে ভাবির গুদ একদম ভিজে উঠলো,ভাবিকে শুইয়ে দিয়ে লতার মুখ থেকে বাড়া বের করে ভাবির গুদে সেট করলাম ,লতা উপরে উঠে ভাবির জিভ চোষা শুরু করলো,হাত দিয়ে ভাবির মাই টিপতে লাগলো।আমি ভাবিকে জোরে জোরে ঠাপাতে লাগলাম,লতাকে ভাবির উপর থেকে টেনে এনে ভাবির গুদ থেকে বাড়া বের করে লতার মুখে চুদতে লাগলাম,আবার লতার মুখ থেকে বাড়া বের করে ভাবির গুদে বাড়া ঢুকিয়ে চুদতে লাগলাম,ভাবি সুখে বলতে লাগলো মাসুদ ,জোরে জোরে চোদ ,চুদে চুদে আমার এতোদিনের উপোসি ভোদাটার সব জালা মিটিয়ে দাও,আজ থেকে আমি তোমার আমাকে চুদে আমার গুদের সব পোকা মেরে ফেল ,আমাকে চুদে আমার ভোদাটা ফাটিয়ে দাও।

ওনার হাজবেন্ডকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো কুত্তার বাচ্চা দেখে যা তোর বউকে চুদে কি রকম শান্তি দিচ্ছে আয় দেখে যা ,শিখে যা কিভাবে বউকে চুদতে হয়।ভাবির মুখে এইসব খিস্তি শুনতে শুনতে আমি আরো জোরে ঠাপাতে লাগলাম,ভাবিও এইসব বলতে বলতে ওর মাল ছেড়ে দিয়ে আমাকে টেনে ওনার বুকের কাছে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখলো।

আমিও ভাবির বুকে মাথা রেখে ভাবির মাল ছাড়া উপভোগ করছিলাম,ভাবি যখন ওনার গুদ দিয়ে আমার বাড়াটা চেপে চেপে ধরছিল তখন আমার কাছে এক কথায় অসাধারন লাগছিল।

ভাবির মালের শেষ বিন্দুটুকু পড়া পর`ন্ত আমি ভাবির বুকে চুপচাপ শুয়ে রইলাম,আস্তে আস্তে ভাবির বাধন হালকা হয়ে এল।আমি ভাবির পাশেই লতাকে পিছন দিকে ফিরিয়ে শোয়ালাম ওর পাছাটা উপর দিকে উচু করে গুদে মুখ দিয়ে চাটতে লাগলাম,লতার পাছার ছিদ্রের দিকে তাকিয়ে বোঝলাম ওর পাছাতে কেউ চোদে ।লতাকে জিজ্ঞাসা করলাম লতা তোর পাছাটা তো খুব সুন্দর কেউ কি তোর পাছায় চোদে নাকি।লতা হাসি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ভাইয়া আমার পাছায় বাড়া ঢুকলে আমি যে মজা পাই তা আমার গুদে বাড়া দিয়েও পাইনা। আমি লতার মনের কথা বুঝতে পেরে ওর পাছার ছিদ্রে একদলা থুতু দিয়ে পিচ্ছিল করলাম আর ওর গুদে বাড়া দিয়ে চুদতে চুদতে ওর পাছার ছিদ্রে আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে লাগলাম।কিছুক্ষন এভাবে ওকে চুদে আমার বাড়া টা গুদ থেকে বের করে ওর পাছায় ঢুকালাম,অও কোন ব্যাথা পেলনা সুন্দর ওর পাছায় আমার বাড়া ঢুকে গেল,আমিও মনের সুখে ওর পাছায় চুদতে লাগলাম,আর ভাবিকে টেনে এনে লতার পাছায় আমার বাড়া ঢোকানো আর বের করা দেখালাম ,বাড়াটা পাছা থেকে বের করে ভাবির মুখে ঢুকিয়ে দিলাম ভাবি কিছুক্ষন আমার বাড়াটা চুষে দিল,নিজের হাতে বাড়াটা ধরে লতার পাছায় ঢুকিয়ে দিল।ভাবিকে বললাম ভাবি দেখেছ কি সুন্দর লতা ওর পাছা দিয়ে চোদা খাচ্ছে,তুমিও চোদার আসল মজা পেতে হলে তোমার পাছায় বাড়া নিতে হবে ।ভাবি হা – না কিছু বললনা শুধু চেয়ে রইল।আমি লতাকে এভাবে চুদতে চুদতে নিজের মাল আর বেশিক্ষন ধরে রাখতে পারলামনা ।লতার পাছা আমার মাল দিয়ে ভরে ফেললাম।

লতার পাছা থেকে যখন আমার বাড়া বের করলাম তখন ওর পাছার ছিদ্র থেকে আমার বাড়ার রস চুইয়ে চুইয়ে পরছিল,ভাবি

এ দৃশ্য দেখে লতার পাছায় নিজের মুখ লাগিয়ে চাটতে লাগলো,চেটে চেটে আমার মাল খেতে লাগলো।লতার পাছা চেটে ভাবি একদম পরিস্কার করে দিল।
এতোক্ষন চোদার ফলে আমরা তিনজনেই ক্লান্ত হয়ে গেলাম এবং একজন আরেকজন কে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষন শুয়ে রইলাম,তারপর একসাথে গোসল করলাম এবং আমি বাড়ী ফিরে আসলাম।বাসায় ফিরে দেখি বাসায় আমার এক খালা এসেছে নাম নারগিস, বয়স ৪৫-৪৬ হবে,কিন্তু দেখলে মনে হয় ৩০।চমৎকার শারীরীক গঠন।ওনি এক সময় আমাদের বাসায় ভাড়া থাকতেন,হাজবেন্ড ঠিকাদারি ব্যাবসা করে,বাসায় ঠিক মত সময় দিতে পারেন না,ওনাদের একটি মাত্র মেয়ে নাম মুক্তা বয়স ২২-২৩ হবে।খালা নিজেও চাকুরি করে ।
আমি অনেক ছোট থাকতেই ওনার প্রতি কেমন যেন একটা আক`ষন ফিল করতাম। খালাকে বাসায় দেখে আমি মনে মনে খুব খুশি হলাম কেমন আছে জানতে চাইলাম।খালা মুচকি হাসি দিয়ে উত্তর দিল ভালো।
ওনি আমাদের এলাকায় একটা ফ্লাট দেখেতে এসেছিল তাই আমাদের বাসায় সবার সাথে দেখা করতে এসেছে।
আমার মা আমাকে বলল ওনাকে আমার মটর সাইকেলে করে একটু ওনার বাসায় নামিয়ে দিয়ে আসতে,আমি তো মহা খুশি এইমাত্র ২টা মাগীকে চুদে ঠান্ডা করে এসেছি তারপরও আমার বাড়া প্যান্টের নিচে ফুলে উঠলো।
খালা আমার পিছনে আমার কাধে হাত রেখে বসল,আমি মটর সাইকেল চালাতে লাগলাম আমি ব্রেক করলেই ওনার দুধে স্প`শ আমার পিঠে লাগছিল,ওনি আমার কাধ থেকে হাত নামিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে এমন ভাবে লেগে বসল যে আমি ওনার দুধ দুইটার স্প`শ খুব ভালো ভাবে অনুভুত হতে লাগল।
খালা কে ওনার বাসায় নামিয়ে চলে আসতে চাইলাম কিন্তু খালা আমাকে জোর করে ওনার বাসায় নিয়ে গেলো,খালা বরাবরই একটু ম`ডান টাইপের নারী সবসময় পাতলা শাড়ী পরে আজও একটা পাতলা শাড়ী পরেছিল,ওনার বাসায় আমি ওনার পিছনে পিছনে সিড়ি দিয়ে উঠার সময় পিছন থেকে ওনার পাছার দুলুনি আর পাতলা শাড়ীর পিছনে ব্লাউজ এর নিচে ব্রা টা স্পষ্ট দেখা যাছিল।আমার মন চাচ্ছিল নারগিস খালাকে এখানেই চুদে দেই।
বাসায় যেয়ে শুনলাম ওনার মেয়ে কয়েকদিন আগে স্টুডেন্ট ভিসায় লন্ডন গেছে আর ওনি বাসায় একাই থাকে।খালা আমাকে নাস্তা খেতে দিয়ে ভিতরে চলে গেল।কিছুক্ষন পর ওনার শাড়ী পালটে একটা পাতলা নাইটি পরে এল।নাইটি টা খুব ই পাতলা ,নাইটির নিচে ওনার গোলাপী রঙের প্যান্টিটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।ওনি তখন ব্রা পরেনি নাইটির উপর দিয়ে ওনার দুধের বোটা গুলোও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।ওনার এই রুপ ধেখে আমার বাড়া মহাশয় দাঁড়িয়ে একদম লোহার মত শক্ত হয়ে গেল,বুঝতে পারছিলাম আর কিছুক্ষন এইখানে থাকলে খালাকে জোর করে চুদে ফেলতে পারি তাই নাস্তা খেয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে বাসায় চলে আসলাম,আসার সময় খালা আমাকে বলল আবার কিন্তু আসিস।
সেদিন রাতে বাসায় ফিরে খালার কথা ভেবে হাত মারলাম।
পরদিন কনক কে পড়াতে যেয়ে দেখি তুলি ভাবির হাজবেন্ড বাসায় আছে তাই আমি পড়ানো শেষ করে বাসায় চলে আসলাম।
রাত্র প্রায় নয়টার দিকে আমার মা আমাকে ডেকে বলল নারগিস খালা ফোন করেছিল উনি একটু অসুস্থ ডাক্তারের কাছে যাবে সময় থাকলে আমি যেন ওনাকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।আমি ঠিক আছে বলে ওনার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা

হলাম।

ওনার বাসায় নক করতেই উনি নিজে দরজা খুলে দিল।দরজা খুলতেই আমি ওনাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম,ওনি আজকেও একটা পাতলা গোলাপী নাইটি পড়েছে যার কারনে আর নিচের কালো রঙের ব্রা আর কালো রঙের প্যান্টি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে,আমি হা হয়ে ওনার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

খালা আমাকে বাসার ভিতরে নিয়ে গেল আমি জিজ্ঞাসা করলাম খালা আপনি নাকি অসুস্থ,খালা মুচকি হাসি দিয়ে বলল এই একটু মাথা ব্যাথা করছিল ভেবেছিলাম ডাক্তারের কাছে যাবো কিন্তু এখন ব্যাথাটা একটু কমে গেছে,তুই বস কি খাবি বল।আমি মাথা নেড়ে বললাম কিছু খাবনা আর আপনার অসুস্থ শরীর নিয়ে আমার জন্য টেনশ্ন করতে হবেনা ,আপনার জন্য কোন ঔষধ আনতে হবে না ডাক্তার লাগবে বলেন।

খালা হাসতে লাগলো বলল না কিছু লাগবেনা তুই এসেছিস তো তোর সাথে গল্প করলেই মাথা ব্যাথা চলে যাবে,জানিস আমি সবসময় একা একা থাকি তোর খালু মাসে দুই একদিন বাসায় থাকে আর মেয়েটাও বিদেশে চলে গেছে তাই একটা চাকুরি করতাম, কিন্তু তোর খালু আমাকে চাকুরি করতে নিষেধ করায় চাকুরিটাও ছেড়ে দিয়েছি এখন আর সময় কাটতে চায়না কিছু ভালোও লাগেনা,তাই সারাদিন টিভি দেখে না হয় ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে সময় কাটাই,আজকে তুই এসেছিস সারা রাত তোর সাথে গল্প করবো।আমি তোর বাসায় ফোন করে বলে দিচ্ছি আজকে রাতে তুই আমার বাসায় থাকবি।খালার কথা গুলো শুনে আমার কাছেও খারাপ লাগলো তাই আমিও থাকতে রাজি হয়ে গেলাম।

আর রাতে থাকার কথা শুনে আমার মনেও একটা আশা তৈরি হলো হয়তোবা খালা আমাকে দিয়ে চুদাতে চায়,আজ মনে হয় ওনাকে চুদতে পারব।

রাতে আমরা একসাথে খাওয়া দাওয়া করলাম,খালাকে জিজ্ঞাসা করলাম খালা মাথাব্যাথা কি কমেছে না হয় আপনার মাথাটা টিপে দেই ,খালা একটু ভেবে বলল ঠিক আছে আমার বেডরুমে চল ওখানে টিপে দিস।আমি খালার সাথে সাথে ওনার বেডরুমে গেলাম।খালাকে শুইয়ে দিয়ে ওনার পাশে বসে ওনার মাথা টিপতে লাগলাম।উনি আরামে চোখ বন্ধ করে রাখলো আর আমি ওনার মাথা টিপতে তিপতে চোখ দিয়ে ওনার পুরো শরোর গিলতে লাগলাম,খালা ওনার একটা হাত আমার রানের উপরে রাখলো ওনার হাতের স্প`ষ পেয়ে আমার শরীরের প্রতিটা কোষ দাঁড়িয়ে গেলো।আমার বাড়া দাঁড়িয়ে শক্ত হয়ে গেলো,আমি খালাকে বলে একটু বাথরুমে গেলাম কারন হাত মেরে আমার বাড়া টা এখন ঠান্ডা করতে হবে আমি চরম উত্তেজিত হয়ে গেছি,বাথরুমে যেয়ে হাত মেরে আমি আবার খালার কাছে ফিরে আসলাম এসে দেখি খালা ঘুমাচ্ছে,আমি আর খালাকে না ডেকে পাশে মুক্তার রুমে যেয়ে শুয়ে পরলাম কিন্তু আমার ঘুম আসছিল না।

কিছুক্ষন পর দেখি খালা আস্তে আস্তে ওনার রুম থেকে আমার কাছে এসে আমাকে আস্তে করে ডাকলো,আমি সাড়া না দিয়ে ঘুমের ভান করে পরে রইলাম,খালা আমার শরীরে হাত দিয়ে আবার ডাক দিল কিন্তু আমি কোন সাড়া দিলামনা।

এবার আমার আশ্চ`য হবার পালা দেখলাম খালা অন্ধকারে আমার প্যান্টের উপর দিয়ে আমার বাড়ায় হাত দিয়ে টিপতে লাগলো। আমি একটু নাড়াচাড়া দিয়ে উঠলাম কারন আমি জিন্স প্যান্ট পরে শুয়ে ছিলাম আর খালা আমার প্যান্ট চেষ্টা করেও খুলতে পারবেনা।আমার নড়া চড়া দেখে খালা হাত সরিয়ে উঠে দাড়ালো আবার আমার নাম ধরে ডাক দিলো এবার আমি উঠে বসলাম,খালাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি খালা শরীর খারাপ লাগছে নাকি উনাকে বুঝতে দিলাম না উনি যে আমার

বাড়ায় হাত দিয়েছে তা আমি টের পেয়েছি।খালা বলল না ঘুম আসছেনা তাই ভাবলাম তুই ঘুমিয়েছিস কিনা দেখি আর তুই জিন্স পরে শুয়েছিস কেন তোর খালুর লুঙ্গি আছে পরে নে এই বলে খালুর একটা লুঙ্গি নিয়ে আসলো।আমি লুঙ্গি পরে খালার রুমে গেলাম বললাম খালা তুমি শুয়ে পর আমি তোমার পাশে শুয়ে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।
এই বলে আর দেরি না করে খালাকে শুইয়ে দিলাম আর উনার পাশে শুয়ে আমার হাত দিয়ে ওনার মাথা টিপতে লাগলাম আর লুঙ্গির নিচে আমার ঠাটানো বাড়াটা ইচ্ছে করে ওনার শরীরের সাথে লাগিয়ে দিলাম ,আমার বাড়ার ছোয়া খালা ভালোই উপভোগ করতে লাগলো,চোখ খুলে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে আমার বাড়াটা চেপে ধরলো।
আমার ঠোট দুটো খালার ঠোটের উপর নামিয়ে আনলাম, হাত দিয়ে ওনার দুধ চাপতে লাগলাম উফ দুধগুলো অনেক শক্ত। খালা আমার মুখের ভিতরে ওনার জিভটা ঢুকিয়ে দিলো ,আমি ওনার জিভ টা কে চকলেটের মত চুষতে লাগলাম, এভাবে কিছুক্ষন চোষার পর উনি আমার জিভ নিয়ে চুষতে লাগলো।আমাকে ওনার বিছানায় শুইয়ে আমার লুঙ্গি আর গেঞ্জী খুলে দিলো, উনি উঠে এমন ভাবে বসল আমার বাড়াটা ঠিক উনার গুদের সামনে দুই রানের ফাকে রইল ,ওনার নাইটিটা গা থেকে খুলে ফেলল।আমার চোখের সামনে তখন শুধু ব্রা আর প্যান্টি পড়া ,আমার সপ্নের নারী নারগিস খালা,আমার জীবনে ওনার কথা ভেবে যতবার হস্ত মৈথুন করেছি আর কারো কথা ভেবে এতোবার করিনি,আমি নিজের দু চোখ কে বিশ্বাস করতে পারছিলামনা যে আমি উনার নিচে শুয়ে আছি আর উনি শুধু ব্রা প্যান্টি পরে আমার উপরে বসে আছে।
খালা দুই হাত দিয়ে আমার হাত দুটো শক্ত করে দুইপাশে চেপে ধরলো,ঠোট নামিয়ে আমার কপালে,চোখে কিস করলো,খুব আস্তে আস্তে আমার দুই কানের ভিতরে ওনার জিভ দিয়ে চেটে চেটে আদর করতে লাগলো, উফ কি যে মজা লাগছিল কানের ভিতরে জিভ ঢুকিয়ে আদর একদম আলাদা একটা অনুভুতি ।কান থেকে আস্তে আস্তে জিভ টা এনে আমার ঠোট দুটো চাটতে লাগলো,ওনার জিভটা আমার মুখে ঢুকিয়ে দিলো,আমি জিভটা চুষতে লাগলাম।খালা জিভ টা বের করে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামাতে লাগলো,জিভ টা নিয়ে আমার বগলে চাটা শুরু করল,জিভ দিয়ে আমার বুকে ,দুধুতে চাটতে লাগলো,।দুধু থেকে নামিয়ে আমার পেটে নাভিতে কিস করলো।নাভিটাকে অনেকক্ষন চাটলো।নাভি থেকে মুখ নামিয়ে আমার বাড়াতে মুখ দিলো,আমার বাড়ার মাথায় থাকা কামরস টুকু জিভ দিয়ে চাটা শুরু করলো,পুরোটা বাড়া মুখে নিয়ে আইস্ক্রিমের মতো চুষতে লাগলো আর হাত দিয়ে আমার বাড়ার বিচি দুটো হালকা হালকা চাপতে লাগলো এভাবে অনেকক্ষন আমার বাড়া চুষলো,আমার বাড়া ওনার মুখের ভিতরেই বমি করে দিলো,উনি আমার বাড়ার রস পুরোটাই চেটে খেয়ে পরিস্কার করে দিলো,আজকে ওনার মুখে আমার বী`য ফেলতে আমার যে কি সুখ লেগেছিল তা বলে বোঝাতে পারবোনা।আমার বাড়ার রস বের হবার পরও খালা আমাকে ছাড়লোনা ঐ অবস্থাতেই খালা আমার বাড়ার বিচি গুলো চুষতে লাগলো,আমার দুই রানের ফাকে উনার জিভ ঘোরাতে লাগলো আর হাত দিয়ে আমার বাড়াটা চাপতে লাগলো। আমার বাড়াটা ওনার হাত দিয়ে চাপতে চাপতে ওনার মুখ নামিয়ে আমার ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল মুখে নিয়ে চুষতে শুরু করল এটা আমার জন্য নুতন এক অভিজ্ঞতা ,ওনার আদরে আমার বাড়া বাবাজি আবার দাঁড়িয়ে শক্ত হয়ে গেলো,আমার মন চাচ্ছিল খালাকে নিচে ফেলে কিছুক্ষন চুদে নেই কিন্তু খালার অন্যরকম ইচ্ছা ছিল,খালা এই প`যন্ত আমার সাথে একটাও কথা বলেনি শুধু আদর করে গেছে,আমি উনাকে কিছু বলিনি শুধু চুপচাপ আদর পেয়ে গেছি,আমি বুঝতে পারছিলাম খালা একজন সেক্সের শিল্পি ওনার কাছ থেকে আমি আজকে ওনেক কিছুই শিখতে পারবো তাই আমি ও চুপ চাপ খালার আদর

করা উপভোগ করছিলাম।খালা এবার আমাকে উল্টিয়ে শুইয়ে দিলো,আমার পিঠের উপরে শুয়ে আমার ঘারে ,গলায় পিঠে কিস করতে লাগলো,আমার পিঠ থেকে নেমে,আমাকে টেনে কুকুরের কায়দায় হামাগুরি দিয়ে বসালো,আমার পাছায় কিস করতে শুরু করল,আমার পাছাটা ফাক করে পাছার ছিদ্রে সামান্য থুতু দিলো তারপর আমার পাছায় ওনার জিভ দিয়ে চাটা আরম্ভ করল,আমি খালার এই কান্ডে অবাক হয়ে গেলাম,খালা আমার পাছায় জিভ নাড়াতে নাড়াতে হাত দিয়ে আমার বাড়া উপর নিচ করতে লাগলো,এভাবে আমাকে খালা অনেকক্ষন আদর করলো,আমি সুখে পাগল হয়ে যাবার মতো অবস্থা হয়ে গেলো।

খালা আমাকে টেনে নিয়ে আমাকে খাটের কোনায় বসিয়ে দিলো,নিজের প্যান্টি খুলে আমার একটা হাত টেনে ওনার গুদের উপরে রাখলো,আমি ওনার গুদে আমার আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলাম ,ওনার গুদ রসে ভিজে একদম পিচ্ছিল হয়ে ছিল,উনি আমার হাত সরিয়ে আমার বাড়ার উপরে উনার গুদ রেখে কোলে এসে বসল,উনার এই রসালো গুদে আমার ঠাটানো বাড়াটা ঢুকিয়ে উপর থেকে ছোট ছোট ঠাপ দিতে লাগলো,আমি ওনার ব্রা খুলে ওনার দুধগুলো বের করলাম,কি সুন্দর দুধ একটুও ঝোলেনি ,বোটা গুলো একদম খাড়া খাড়া,ওনার দুধের বোটাতে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলাম,ওনার দুধে আমার মুখ লাগতেই উনি জোরে জোরে ঠাপানো সুরু করলেন আমার চুলে হাত দিয়ে মাথাটা সোজা করলেন,আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার উপরে বসে ঠাপাতে লাগলেন,আমার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে কানের কাছে মুখ নিয়ে কানটাকে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলেন,আমি দুই হাত দিয়ে উনার পাছা ধরে ওনাকে ঠাপ দিতে সাহায্য করছিলাম।এভাবে প্রায় বিশ মিনিটের মত ঠাপাতে ঠাপাতে খালা আমার বাড়া টা কে ওনার গুদের মাল দিয়ে গোছল করিয়ে দিলো।খালা ঠাপ থামিয়ে আমাকে এভাবেক অনেকক্ষন জড়িয়ে ধরে রাখলো।

আমি আজকে অলরেডি দুই বার একবার হাত মেরে আরেকবার খালার চোষনে নিজের বাড়ার মাল ফেলেছি তাই জানি এইবার আমার আউট হতে অনেক সময় লাগবে।

আমি খালাকে আমার কোল থেকে নামিয়ে শুইয়ে দিলাম,খালার পা দুটো উচু করে খালার গুদের দিকে তাকালাম,খালার গুদটা অনেক সুন্দর,গোলাপ ফুলের মত ফুটে আছে,খালার গুদে আমার মুখ নামিয়ে আনলাম, খালার গুদের ভিতরে আমার জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করলাম,আমার মুখ থেকে থুতু দিয়ে গুদটাকে আরো পিচ্ছিল করে আমার জিভ টা ওনার গুদে ভিতর বাহির করতে লাগলাম,আস্তে আস্তে খালাও আবার উত্তেজিত হতে লাগলো উনি হাত দিয়ে ওনার পা দুটো টেনে ধরে গুদটা আরো ফাক করে দিলো, পাছা নাড়িয়ে নাড়িয়ে আমার জিভটা কে ওনার গুদে নিতে লাগলো,আমি খালার গুদে একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলাম ,ওনার গুদ থেকে রস বের হয়ে ওনার পাছার ছিদ্র হয়ে বিছানায় পড়ছিল,আমি আমার আঙ্গুল টা বের করে কিছুক্ষন ওনার পাছার ছিদ্রে ঘষলাম,মুখ টা নামিয়ে এনে ওনার পাছার ছিদ্রে আমার জিভ লাগালাম,পাছার ছিদ্রে আমার ঠোটের ছোয়া লাগতেই খালা হাত দিয়ে ওনার পা দুটো আরো টেনে ধরলো,জিবনে প্রথম বার আমি কারো পাছার ছিদ্রে জিভ দিলাম,প্রথমে একটু কেমন যেন লেগেছে কিন্তু খালার উত্তেজনা দেখে আমার কেমন লাগাটাই ভালো লাগাতে বদলে গেছে।

খালার পাছায় মুখ দেয়া অবস্থাতেই দেখলাম খালা তার নিজের গুদ উজার করে আবারো রস উগরে দিল।খালার পাছায় চাটাতে খালা এমন এক যৌন সুখ পেল যে উনি ওনার গুদের জল ধরে রাখতে পারেনি।এভাবে খালার পাছা চেটে আমিও

খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

এবার খালা আমাকে টেনে ওনার উপরে উঠালেন আমার ঠোটে উনার জিভ ঢুকিয়ে আমার বাড়াটা হাত দিয়ে ধরে ওনার গুদে ঢুকিয়ে দিলেন ,আমি ওনার গুদে ঠাপানো শুরু করলাম,প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর জোরে ঠাপাতে শুরু করলাম,খালা এক আঙ্গুলে সামান্য থুতু নিয়ে আমার পাছার ছিদ্রে নাড়াতে লাগলো আর আরেক হাত দিয়ে আমার পাছায় টিপতে লাগলো,আমি এতে আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে খালাকে চুদতে লাগলাম।

খালা ওনার দুই পা আর হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগলো,চোদ আমাকে অনেক জোড়ে জোড়ে চোদ ,চুদে চুদে আমাকে অনেক সুখ দে। এই প্রথম খালা চোদার সময় আমাকে কিছু বলল,আমি খালার কথা শুনে আরো জোরে ঠাপাতে লাগলাম,এভাবে চুদতে চুদতে আমি আমার বাড়ার ভিতরে চরম সুখ অনুভব করতে লাগলাম,চরম সুখে আমার বাড়ায় জমে থাকা মালগুলো খালার গুদের ভিতরে ঢেলে দিলাম,একই সময় খালাও আমাকে জড়িয়ে ধরে ওনার গুদের জল ছেড়ে দিলো।

আমরা দুই জন তৃপ্তি ও ক্লান্তিতে একে ওপরকে জড়িয়ে ধরে কেউ কোন কথা না বলে ঘুমিয়ে গেলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখ খালা আমার পাশে নেই আর আমার শরীর টা চাদর দিয়ে ঢাকা,আমি বাথরুমে যেয়ে পরিস্কার হয়ে বের হলাম ,দেখি খালা মুক্তার রুমে শুয়ে আছে।আমি যেয়ে আস্তে করে খালাকে ঘুম থেকে উঠালাম।খালা ঘুম থেকে উঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঘুম কেমন হয়েছে আমি বললাম ভালো,উনি আমার সাথে এমন আচরন করতে লাগলো যেন কাল রাতে কিছুই হয়নি।

আমি খালাকে বলে বাসায় চলে আসলাম ,আসার সময় খালা আমাকে বলল মাঝে মাঝে যেন এই খালার খোজ খবর একটু নেই,আমি বললাম ঠিক আছে খালা অবশ্যই।এই বলে খালার বাসা থেকে চলে আসলাম।খালার এই রকম আচরনের কোন অ`থ খুজে পাচ্ছিলামনা,আমার ইচ্ছে ছিল খালাকে দিনের বেলা আবার চুদে তবে বাসায় ফিরব কিন্তু খালার আচরনের জন্য আমার সে আসা আর পুরন হলোনা………………।।বাসায় এসে খালার কথা ভাবতে লাগলাম,ওনার এমন আচরনের কথা ভাবলাম কিন্তু কোন উত্তর পেলামনা।

আমি নিয়মিত কনক কে পড়াতে যেতাম আর সুযোগ পেলে তুলি ভাবী আর লতাকে চুদতাম কিন্তু রুমাকে চোদার মতো সুযোগ পাচ্ছিলাম না।

একদিন ভাবিকে বললাম ভাবি ,আমার একটা উপকার করতে হবে ।ভাবি জানতে চাইলো কি,আমি ভাবিকে বললাম তুমি তো রুমার কথা জানো,তোমার সাথে রিলেশন হবার পর থেকে আমিতো আমার যৌন চাহিদা মিটাতে পারছি কিন্তু রুমাকে আমি খুব মিস করছি তুমি যদি অনুমতি দাও তবে তোমার এখানে এনে রুমাকে একটু চুদতাম আর তুমি ও লতার বাহিরে অন্য কোন মেয়েকে দিয়ে তোমার গুদ চাটিয়ে তৃপ্তি নিতে পারবে ,ভাবি প্লীজ রাজী হয়ে যাও।ভাবি বলল ঠিক আছে কিন্তু রুমা কি আমাদের কথা জানে।আমি ভাবিকে মিথ্যা বললাম , না ভাবি রুমা জানেনা তবে কোন সমস্যা নেই । ভাবি রাজী হয়ে গেলো।

আমি রুমার সাথে দেখা করে রুমাকে সব জানালাম রুমা খুব খুশি হলো।আমি রুমাকে পরদিন দুপুরে ফ্রি থাকতে বলে বাসায় চলে গেলাম।

পরদিন দুপুরে কনক কে পড়াতে যাবার সময় রুমাকে সাথে নিয়ে গেলাম। ভাবি রুমাকে দেখে খুশি হলো।আমি কনক কে পড়াতে লাগলাম আর ভাবিকে বললাম রুমাকে ওনার রুমে নিয়ে গল্প করতে ।
আমি কনক কে পড়ানো শেষ হলে লতা কনক কে ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেলো আর আমাকে ভাবির রুমে যেতে বলল। আমি ভাবির রুমে গেলাম যেয়ে দেখি রুমা আর ভাবি দুজনেই জামা কাপড় খুলে একজন আরেকজন কে নিয়ে খেলছে। ভাবি শুয়ে আছে আর রুমা ভাবির দুধ চুষছে ,আমি দাঁড়িয়ে দুজনকে দেখতে লাগলাম এর মধ্যে লতা আমার পাশে এসে দাড়ালো,আমি লতার জামার উপর দিয়ে লতার দুধ টিপা শুরু করলাম।লতাকে আমার সামনে এনে ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ওর দুধদুটো টিপতে লাগলাম আর ভাবি ও রুমাকে দেখতে লাগলাম।
ওদিকে রুমা ভাবির গুদ চুষতে চুষতে পাগল করে দিচ্ছিল,ভাবি সুখে নানা রকম শব্দ করতে লাগল,রুমা ভাবির গুদের ভিতরে একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে নাড়তে লাগলো আর জিভ দিয়ে গুদের চার পাশে নাড়তে লাগলো।
আমি আমার প্যান্ট খুলে আমার বাড়া টা বের করলাম লতাকে নিচে বসিয়ে লতার মুখে আমার বাড়াটা ঢুকিয়ে দিলাম,লতা আমার বাড়াটা কে খুব করে চুষতে লাগলো,আমী হাত দিয়ে লতার মাথা ধরে লতার মুখটা আমার বাড়ায় চেপে চেপে ধরলাম।
ওদিকে রুমার চোষনে ভাবির গুদের জল বের হয়ে গেলো,রুমা ভাবির গুদ থেকে মুখ তুলে দেখে আমি আমার বাড়াটা লতাকে দিয়ে চুষাচ্ছি,রুমা লতার কথা জানতোনা ,সে লতাকে আর আমাকে এ অবস্থায় দেখে কিছুটা আশ্চ`য হয়ে গেল। আমি লতার মুখ থেকে আমার বাড়া বের করে রুমার কাছে গেলাম,আমি দাঁড়ানো অবস্থায় রুমাকে টেনে এনে ওর মুখে আমার বাড়া ঢুকিয়ে দিলাম আর লতাকে বললাম রুমার গুদ চুষতে,লতা রুমার গুদ চষতে লাগলো আর রুমা আমার বাড়া চুষতে লাগলো।ভাবি উঠে এসে আমার মুখে ওনার জিভ ঢুকিয়ে দিলো আমি ভাবির জিভ চুষতে লাগলাম।
রুমার মুখ থেকে বাড়া বের করে রুমাকে শুইয়ে দিলাম ,আমার বাড়া টা রুমার রসে ভেজা গুদের ভিতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলাম,ওহ অনেকদিন পরে রুমার গুদে আমার বাড়া দিলাম আমার খুব ভালো লাগছিল রুমার গুদে আমার বাড়া ঢুকিয়ে,রুমার গুদে বাড়া ঢুকিয়ে আমি জোরে জোরে ঠাপাতে শুরু করলাম।ভাবি আমাদের পাশ শুয়ে লতার জামা কাপড় খুলে লতার গুদ চুষতে লাগলো।রুমা গুদে টাপ খেতে খেতে লতার জিভ টা অর মুখে নিয়ে চুষতে লাগলো,এভাবে কিছুক্ষন ঠাপানোর পর রুমা ওর গুদের জল ছেড়ে দিলো , জল ছাড়ার সময় ওর গুদ দিয়ে আমার বাড়াটা কে চেপে চেপে ধরছিলো।
এবার লতাকে টেনে এনে লতার গুদে আমার বাড়া ভরে দিলাম আর লতাকে চুদতে লাগলাম,লতাকে এভাবে চুদতে চুদতে আমি আর লতা একসাথে আমাদের মাল বের করলাম।লতা,রুমা আর ভাবি মিলে আমার বাড়াটা চেটে পরিস্কার করে দিল। লতার বাসায় কাজ ছিলো তাই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলো,আমি ভাবি আর রুমাকে আমার দুই পাশে শুইয়ে কিছুক্ষন গল্প করলাম,গল্প করার সময় রুমা আর ভাবি আমার বাড়াটা কে হাত দিয়ে চটকাতে চটকাতে আবার দাড় করিয়ে ফেলল,রুমা উঠে আমার বাড়াটা মুখে নিয়ে চোষা শুরু করল আর আমি ভাবির গুদটা কে আমার মুখের উপর এনে চুষতে লাগলাম আর হাত দিয়ে ভাবির পাছা টিপতে লাগলাম। ভাবি ওনার গুদটা আমার মুখে চেপেচেপে ধরলো,এভাবে কিছুক্ষন চুষে ভাবির গুদে আমার বাড়া ঢুকালাম আর রুমাকে উপরে উঠিয়ে ভাবির মুখের উপরে রুমার গুদটা রাখতে

বললাম আমি ভাবিকে চুদছি আর ভাবি রুমার গুদ চুষছে ,ভাবিকে এভাবে কিছুক্ষন ঠাপানোর পর ভাবি ওনার গুদের জল ছেড়ে দিলো।
আমার বাড়াটা ভাবির গুদ থেকে বের করে ভাবির পাশে শুয়ে পড়লাম ,ভাবি আমার বাড়াটা ওনার মুখে ঢুকিয়ে চাটতে লাগলো,আমি রুমাকে আমার উপরে টেনে এনে ওর গুদটা আমার দাঁড়ানো বাড়ার উপর বসালাম,আস্তে আস্তে ওর গুদে আমার বাড়া ঢুকে যেতে লাগলো,আমি নিচ থেকে ঠাপ দিয়ে রুমার গুদে আমার বাড়াটা ঢুকিয়ে দিলাম ,রুমা উপর থেকে ঠাপ দিতে লাগলো,পক পক পচাৎ পচাৎ করে শব্দ হচ্ছিল,এভাবে রুমা আমাকে উপর থেকে অনেকক্ষন ঠাপিয়ে চলল আর ভাবি আমার জিভটা ওনার মুখে ঢুকিয়ে চুষে চুষে আমাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছিল ,রুমাকে আমার উপর থেকে নামিয়ে ওকে কুকুরের কায়দায় বসালাম,তার পর ওর পাছার ছিদ্রে অনেক গুলো থুতু দিয়ে একটা আঙ্গুল নাড়াতে লাগলাম আর ওর গুদে আমার বাড়া ঢুকিয়ে ঠাপাতে লাগলাম,রুমাকে এভাবে প্রায় ২০ মিনিটের মতো ঠাপিয়ে চললাম এর মধ্যে রুমা একাধিক বার ওর জল খসিয়েছে ওর গুদে জলের বন্যায় গুদ ভিজে একদম পিচ্ছিল হয়ে গেছে যার ফলে ওর গুদে যতবার আমার বাড়া ঢুকেছে ততবার খুব সুন্দর আওয়াজ হয়েছে থাপ,থাপ।এভাবে চুদতে চুদতে আমিও আমার বাড়ার ফ্যাদা ফেলে রুমার গুদ ভরে ফেললাম,রুমার গুদ থেকে আমার বাড়া বের করার সাথে সাথে রুমা আমার বাড়াটা টেনে ওর মুখে নিয়ে গেল আর ভাবি রুমার গুদে মুখ দিয়ে দুজনেই আমার বাড়ার রস চাটতে লাগলো,চেটে একদম পরিস্কার করে ফেলল।
এভাবে ওদিন আমরা প্রায় তিন ঘন্টার মতো একজন আরেকজন কে নিয়ে মেতে রইলাম তারপর বিকেলের দিকে রুমাকে নিয়ে ভাবির বাসা থেকে বের হয়ে চলে আসলাম।
এরপর থেকে রুমা প্রায়ই তুলি ভাবির বাসায় আমার সাথে মিলিত হতো এবং আমরা চারজন মিলে অনেক মজা করতাম।
হঠাৎ রুমা একদিন জানালো বাসা থেকে ওর জন্য পাত্র দেখেছে ,ছেলে একজন ব্যাবসায়ী বাড়ী খুলনা শহরে এবং ছেলে রুমাকে দেখে খুব পছন্দ করেছে এরপর দেখতে দেখতে ঐ ছেলের সাথে রুমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো।

যথা সময়ে রুমার বিয়ে হয়ে গেলো এবং রুমা ওর হাজবেন্ড এর সাথে শশুর বাড়ি চলে গেলো।যাবার আগে মন খারাপ করে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলো……………………………।
রুমার চলে যাওয়াটা আমার কাছে খুবই কষ্টদায়ক ছিলো,আমি রুমাকে খুবই মিস করতাম আর মাঝে মাঝে রুমা আর সুমির কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে যেত।যদিওবা তুলি ভাবি আর লতার সাথে আমার যৌন জীবন খুব ভালোই চলছিল।
বিয়ের পর রুমা যখন প্রথম প্রথম বাপের বাড়ী বেড়াতে আসতো তখন ও অবশ্যই আমার সাথে দেখা করে যেত কিন্তু সব সময় ওর সাথে ওর ননদ বা হাজবেন্ড থাকতো,যার কারনে আমি ইচ্ছে করলেও ওকে চোদার মতো সুযোগ পাচ্ছিলামনা ,তবে ওর সাথে কথা হতো।

এভাবে তুলি ভাবি আর লতাকে চুদে আমার দিন ভালোই যাচ্ছিল,হঠাৎ একদিন সুমি ফোন করে জানালো ও এক বান্ধবীর সাথে দেশে আসছে আর আমি যেন অবশ্যই ওর সাথে এয়ারপোর্টে দেখা করি।
আমি ও আসছে শুনে খুব খুশি হলাম এবং ঠিক সময় মতো এয়ারপোর্টে হাজির হয়ে গেলাম।এয়ারপোর্টে আমার জন্য এক বিশাল সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল…………………………………।এয়ারপোর্টে নারগিস খালার সাথে আমার

দেখা হয়ে গেলো উনি জানালো ওনার মেয়ে মুক্তা আজ দেশে আসবে উনি মুক্তাকে রিসিভ করার জন্য এসেছেন,খালাকে দেখার পর আমার বাড়া প্যান্টের ভিতরে ফুলে ফেপে উঠছিলো,মন চাইছিলো ওনাকে এখানেই কিছুক্ষন চুদে নেই কিন্তু কি করবো কোন উপায় ছিলনা,একবার ভাবলাম খালাকে জিজ্ঞাসা করি উনি আমার সাথে এমন আচরন করলেন কেন আবার ভাবলাম থাক যদি রাগ করে তাহলে হয়তোবা আর কোন দিন ওনাকে চোদার সুযোগ পাবোনা।

কিছুক্ষন পর সুমি আর মুক্তা একসাথে বের হয়ে আসলো আমি অবাক হয়ে গেলাম যখন শুনলাম সুমির বান্ধবী আর কেউ নয় আমার খালাতো বোন মুক্তা।মুক্তা দেখতে যা হয়েছে কি বলব আস্ত একটা সেক্স বম মুক্তা আর সুমি দুজনেই একই রকমের জিন্স আর টি শা`ট পরে আছে।সুমির থেকে মুক্তা একটু লম্বা আর বুকের সাইজ ও একটু বড়।

সুমি আর মুক্তা আমাকে দেখে খুব খুশি হলো,মুক্তা আমার কানে কানে বলল ভাইয়া তুমি সুমিকে কি যাদু করেছ ও সারাদিন শুধু তোমার প্রশংসা করে,বারবার শুধু তোমার কথা বলে এই বলে মুচকি হাসতে লাগলো।আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় চলে আসতে চাইলাম কিন্তু মুক্তা আমাকে জোর করে ওদের বাসায় নিয়ে গেলো।

বাসায় যাবার পর মুক্তা সুমি আর আমাকে নিজের রুমে নিয়ে গেলো বলল তোমাদের ১০ মিনিট সময় দিলাম আমি আম্মুকে ব্যাস্ত রাখছি তোমরা তোমাদের কোন গোপন কথা থাকলে বলে ফেল এই বলে হাসতে হাসতে রুম থেকে বের হয়ে গেলো।সুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোটে নিজের ঠোট টা নামিয়ে আনলো,অনেক্ষন ধরে আমাকে কিস করলো,জানালো আমাকে খুব মিস করেছে এবং যেভাবেই হোক ওকে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে দিতে হবে যাতে যে কদিন দেশে থাকে আমাকে দিয়ে মন ভরিয়ে চুদিয়ে নিতে পারে।আমি বললাম ঠিক আছে ।ওকে জিজ্ঞাসা করলাম মুক্তা কি আমাদের ব্যাপারে কিছু জানে নাকি,সুমি হাসতে হাসতে বলল জানে আর লন্ডনে তো মুক্তা ই সুমির সেক্স পাট`নার।আমি ভাবলাম যাক তাহলে মুক্তাকে ও চোদা যাবে কারন মাগীকে দেখার পর থেকে ওকে চোদার জন্য আমার বাড়াটা অস্থির হয়ে গেছে।১০ মিনিট পর আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু খালাম্মা আমাকে ডেকে ওনার রুমে নিয়ে গেলো,আমি রুমে যেতে আমাকে কাছে ডেকে বলল,মাসুদ আমি জানি তই আমার উপরে রাগ করে আছিস ভাবছিস আমি তোর সাথে এমন ব্যাবহার কেন করলাম ?কিন্তু বাবা দেখ আমার উপরে রাগ রাখিসনা ওদিন উত্তেজনার বসে তোর সাথে আমার একটা শারীরিক সম্প`ক হয়ে গেছে ,তুই তো জানিস তোর খালু এখানে থাকেনা আর আমার শরীরের ও একটা চাহিদা আছে আর যা তুই খুব ভালোভাবেই মিটাতে পেরেছিলি এবং আমি জানি তুই আমাকে খুব ভালোবাসিস আমাকে খুব পছন্দ করিস তাই তোর কাছে একটা অনুরোধ করবো আগে কথা দে তুই আমার অনুরোধ রাখবি।আমি বললাম ঠিক আছে খালা আমি অবশ্যই আপনার অনুরোধ রাখবো। খালা বলল দেখ আমার মেয়ে মুক্তা দেশের বাহিরে যাবার আগে এখানে কিছুদিন খুব উল্টা পালটা চলাফেরা করেছে ,কিছু বয়ফ্রেন্ডের সাথে মিশেছে আমি জানি আমার মতো আমার মেয়েও খুব কামুক তাই আমি চাই তুই মুক্তা যে কদিন দেশে থাকে সে কদিন তুই মুক্তাকে খুব করে যৌন তৃপ্তি দিবি যাতে সে বাহিরের কারো সাথে সেক্স করতে না যায়।আমিতো হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো খুশি আমি খালাকে বললাম খালা ঠিক আছে কিন্তু মুক্তা কি রাজি হবে?খালা বলল আমার মেয়েকে আমি চিনি ও যদি একবার তোর বাড়া দেখে তাহলে তোর চোদা খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাবে আর মুক্তাই তো আমাকে বলে গেলো আমি যাতে তোকে এখানে সুমির সাথে রাত কাটাবার ব্যাবস্থা করে দেই, তুই রাতে আমার এখানে চলে আয় আমি সব ব্যাবস্থা করে দিবো।আমি খালার সাথে কথা শেষ করে রাতে আসবো

বলে চলে আসলাম।
রাতে খাওয়া দাওয়া করে বাসা থেকে বের হয়ে সোজা খালার বাসায় চলে গেলাম,সুমি আর মুক্তা আমাকে দেখে খুব খুশি হলো, আমি ,খালা মুক্তা আর সুমি বসে অনেক্ষন টিভি দেখলাম খালা ঘুম পাচ্ছে বলে নিজের রুমে চলে গেলো । মুক্তা সুমিকে ইশারা করলো আর সুমি আমাকে ডেকে মুক্তার রুমে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো,দরজা বন্ধ করে সুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে শুরু করলো,আর বলতে লাগল ওহ জান ,I missyou so much,আমাকে অনেক আদর করো,please অনেক আদর করো। আমি ও অনেকদিন পর সুমিকে পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলাম। ওর জামা কাপর খুলে ফেললাম,ওর দুধদুটো আগের চাইতে একটু বড় হয়েছে টিপতে দারুন লাগছিলো,দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দুধ টিপছিলাম আর একটা দুধের বোটা মুখে নিয়ে চুশতে লাগলাম,দুই হাত দিয়ে ওর দুধ দুটো টিপ দুয়ে দুই দুধের মাজখানে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলাম,বোটা দুটো এক সাথে চেপে ধরে বোটা দুটো জিভের ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে চাটতে লাগলাম,সুমিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওর নাভীর চারপাশে চাটতে লাগলাম ,আমি ও আমার সব জামা কাপড় খুলে ফেললাম আমার বাড়া দাঁড়িয়ে একদম শক্ত হয়ে গেছে ,সুমি উঠে আমার বাড়া মুখে নিয়ে পাগলের মতো চুশতে লাগলো ওর জিভ দিয়ে বাড়া গোড়া থেকে মাথা প`যন্ত চাটতে লাগলো ,ওর জিভ দিয়ে আমার বাড়া আর বিচি খুবই সুন্দর করে চাটতে লাগলো ওর আদরে আজ অদ্ভুত রকমের জাদু আছে মনে হলো,আমার খুবই ভালো লাগছিলো,আমি ওর মুখে ধীরে ধীরে ঠাপ দিতে লাগলাম,সুমি ওর মুখ থেকে আমার বাড়া বের করে শুয়ে পড়লো আমি ওর গুদে আমার বাড়া ঠেলে ঢুকিয়ে দিলাম আর জোরে ঠাপাতে লাগলাম সুমি সুখে উহ,আহ শব্দ করতে লাগলো এভাবে কিছুক্ষন ঠাপানোর পর সুমি ওর গুদ দিয়ে আমার বাড়াটা চেপে চেপে ধরে গুদের জল বের করে ফেলল।আমি ঐ অবস্থাতেই ওর পিচ্ছিল গুদে ঠাপাতে লাগলাম ,ওকে পিছনে ফিরিয়ে পিছন থেকে ওর গুদে বাড়া ঢুকিয়ে জোরে জোরে ঠাপাতে লাগলাম ও সুখে বলতে লাগলো জান,fuck me, fuck me hard,please fuck me,চোদ চোদ আরো জোরে জোরে চোদ চুদে তোমার সুমির গুদ ফাটিয়ে দাও ,আমি ওর মুখে এসব কথা শুনতে শুনতে ওকে জোরে ঠাপাতে ঠাপাতে আমার বাড়া উজাড় করে সুমির গুদে আমার বী`য ঢাললাম আর সুমিও ২য় বার ওর গুদ থেকে জল বের করলো । দুজনেই তৃপ্ত হয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলাম·······················।
প্রায় দেড় ঘন্টা আমরা মুক্তার রুমে কাটালাম তারপর দুজনেই জামা কাপর পরে রুম থেকে বের হয়ে মুক্তার কাছে গেলাম।মুক্তা আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করলো আমাদের সময় কেমন কাটলো,সুমি উত্তর দিলো ভালো তবে তুই থাকলে আরো মজা হত,মুক্তা হাসতে হাসতে বলল ভাইয়ার কি আর আমাকে পছন্দ হবে যদি পছন্দ হতো তাহলেতো আমাকে ডেকেই নিতো। আমি মুক্তার মুখে এই কথা শুনে মনে মনে ভাবলাম মাগী তোকে দেখার পর থেকেই তো তোকে চোদার জন্য পাগল হয়ে আছি,আর নিজে উঠে গিয়ে মুক্তার পাশে বসলাম ,বসে মুক্তাকে পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে ওর মাইয়ে হাত দিলাম আর ওর গালে একটা কিস করলাম তারপর বললাম নিশ্চই আমার উত্তর পেয়েছিস,আয় তুই তো আমার বোন তোকে তো আমি সবচেয়ে বেশি আদর করব তোকে এতো আদর করব যে তুই পাগল হয়ে যাবি এই বলে ওর একটা হাত নিয়ে আমার প্যান্টের উপর দিয়ে বাড়া টা ধরিয়ে দিলাম ও আমার বাড়াটা টিপতে লাগলো,ওর ঠোটে আমার জিভ ঢুকিয়ে দিলাম ও আমার জিভটা চুশতে লাগলো,কিছুক্ষন পর আমি ওর গেঞ্জিটা উপরে তুলে ব্রা খুলে দিলাম মুক্তার মাইদুটো

একদম খাড়া খাড়া আমি ওর মাইয়ের বোটা মুখে নিয়ে চোষা শুরু করলাম আর সুমি এসে মুক্তার পাজামা টেনে খুলে ওর গুদে মুখ ঢুকিয়ে চুশতে শুরু করলো ,আমার প্যান্ট খুলে বাড়াটা মুক্তার মুখের সামনে ধরলাম,মুক্তা আমার বাড়াটা নিজের জিভ দিয়ে খুব সুন্দর করে চাটতে লাগলো।সুমি মুক্তার গুদ চুশছে আর মুক্তা আমার বাড়া চুশছে আর আমি হাত দিয়ে মুক্তার মাই দুটো দলাই মলাই করছি হঠাৎ মুক্তা ওর মুখ থেকে আমার বাড়া বের করে বলতে লাগলো ভাইয়া আর সহ্য করতে পারছিনা প্লীজ তোমার বাড়া টা ঢুকিয়ে আমার গুদের জালা মিটাও প্লীজ তোমার এই বোনটাকে চুদে আজকে চরম সুখী করে দাও প্লীজ ভাইয়া আসো চোদ, চোদ আমাকে। আমি মুক্তার ডাকে সাড়া দিয়ে আমার ঠাটানো বাড়াটা নিয়ে ওর গুদে ঢুকিয়ে দিলাম,মুক্তা কে সোফার উপরে শুইয়ে মন ভরে চুদতে লাগলাম আর ওদিকে সুমি নিজের জামা কাপড় খুলে মুক্তার মুখে মুখ লাগিয়ে কিস করতে লাগলো,এভাবে মুক্তাকে বেশ কিছুক্ষন চোদার পর মুক্তা নিজের গুদের রস দিয়ে আমার বাড়াটা ভিজিয়ে দিলো,কিন্তু আমি মুক্তাকে ছাড়লামনা ওকে দাড় করিয়ে সুমিকে সোফায় বসালাম আর মুক্তার মুখটা দিয়ে সুমির গুদ চুশতে বললাম,মুক্তা সুমির গুদে মুখ লাগিয়ে আচ্ছা করে চুশতে লাগলো আর মুক্তার গুদটা পিছন দিয়ে হা হয়ে ছিলো আমি পিছন দিয়ে ওর গুদে আমার বাড়া ঢুকিয়ে আবার চুদতে শুরু করলাম এভাবে কিছুক্ষন চোদার পর মুক্তা সুখে বিভিন্ন শীৎকার করা আরম্ভ করলো ভাইয়া চোদ চোদ তোমার এই বোনকে চুদে চুদে ঠান্ডা করে দাও, হ্যা এভাবে চোদ আরো জোরে জোরে চোদ বলতে বলতে আবার গুদ খালি করে নিজের রস বের করলো আমার বাড়া মুক্তার গুদের রসে ভিজে একদম একাকার হয়ে গেলো আমি মুক্তার মুখ থেকে আমার বাড়া বের করে ফেললাম ,ওদিকে মুক্তার চোষার ফলে সুমির গুদ থেকে ও রস বের হয়ে গেলো,ওরা দুজনই এখন গুদের রস ঢেলে ঠান্ডা কিন্তু আমার তখন তৃপ্তি মেটেনি তাই ভাবছিলাম এবার সুমির পাছায় বাড়া ঢুকিয়ে নিজেকে ঠান্ডা করবো কিন্তু আমরা তিনজন নিজেদের নিয়ে এতো ব্যাস্ত ছিলাম যে খেয়ালই করিনি কখন নারগিছ খালা এসে আমাদের এসব কান্ডকারখানা দেখছে তিনি রাগত সঃরে এসে বলল এসব কি হচ্ছে ? আমরা তিনজনই থ হয়ে গেলাম।উনি সুমি আর মুক্তাকে বললেন কি ব্যাপার তোমরা এ অবস্থায় কেন যাও রুমে যাও যেয়ে ফ্রেস হয়ে জামা কাপড় পরো আর মাসুদ তুই আমার রুমে আয় ,সুমি আর মুক্তা ভয় পেয়ে গেলো ওরা খালাকে বোঝাতে গেলে খালা ওদের আবার ধমক দিয়ে মুক্তার রুমে যেতে বলল ।আমি সুমিকে যাবার জন্য ইশারা করলাম ওরা মুক্তার রুমি চলে গেলো আর খালা আমাকে ওনার রুমে এনে দরজা বন্ধ করে দিলো ,আর আমার বাড়া টা মুখে নিয়ে চোষা আরম্ভ করলো আমার বাড়াতে মুক্তার গুদের রস লেগে ছিলো ওনি খুব সুন্দর করে চেটে ওনার নিজের মেয়ের গুদের রস খেয়ে নিলো ,আমি খালার মুখ থেকে বাড়া বের করে খালাকে জড়িয়ে ধরে ওনার জিভ টা মুখে পুরে নিলাম ,হাত দিয়ে খালার নাইটি খুলে ফেললাম ।খালা শুধু ব্রা আর প্যান্টিতে আমার সামনে ,হাত নিয়ে খালার প্যান্টির উপরে রাখলাম দেখলাম খালার গুদের রসে খালার প্যান্টি ভিজে আছে,আমার একটা হাত প্যান্টির ভিতরে ঢুকিয়ে খালার গুদে আঙ্গুল ছোয়ালাম আর জিভ দিয়ে ওনার কান চাটতে লাগলাম,কানে কানে বললাম খালা তোমার গুদে তো রসের বন্যা বইছে তোমার রস খাবো , জবাবে খালা নিজের প্যান্টি খুলে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলো তারপর আমার বাড়ার উপরে গুদ রেখে বাড়াটা গুদের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো,আমার কানের কাছে মুখ এনে কানে কানে বলল আজ তোর বাড়া কে রস খাওয়া আর তাড়াতাড়ি চোদ না হলে দেরি দেখলে মুক্তা আবার সন্দেহ করতে পারে ,আমা খালাকে বললাম খালা মুক্তাকে বলে দিলেই তো হয় যে আমি আগেও তোমাকে চুদেছি তাহলে তো আমি তোমাদের মা মেয়ে দুজনকেই একসাথে চুদতে পারতাম

কিন্তু খালা রাজী হলোনা তাই আর কি করা খালার কথামতে আমি খালাকে নিচে শুইয়ে উপর থেকে ঠাপ দিতে লাগলাম এভাবে ঠাপাতে খালা আর আমি এক সাথে নিজেদের রস বের করে ফেললাম,তারপর বাথরুমে যেয়ে দুজনই ফ্রেশ হয়ে ওনার রুম থেকে বের হয়ে আসলাম,রুম থেকে বের হয়ে দেখি মুক্তা আর সুমি দুজনই জামা কাপড় পরে আমাদের জন্য ওয়েট করছে।খালা রুম থেকে বের হয়ে মুক্তা আর সুমিকে বলল তোমরা যেয়ে শুয়ে পড়ো,আর আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি তবে ভবিষ্যতে যাতে আর এরকম না হয় ,এই বলে ওনি ওনার রুমে চলে গেলো আর আমি সুমি আর মুক্তাকে নিয়ে মুক্তার রুমে এসে মুক্তা আর সুমিকে রাত ভর মজা করে চোদলাম,সকালে বাসায় আসার আগে খালার রুমে ঢুকে খালাকে কিস করে চলে আসলাম ………………।

এরপর থেকে যতোদিন সুমি ছিলো (যদিওবা মাত্র ০৮দিন) ততোদিন প্রায়ই মুক্তাদের বাসায় যেয়ে মুক্তা ,সুমি আর সুযোগ পেলে খালাকে চুদে আসতাম এর মধ্যে মুক্তাকে পাছা দিয়েও চুদেছি।এখন সুমি আর মুক্তা দুজনই পাছা দিয়ে চোদা খাওয়ার ব্যাপারে গুদ দিয়ে চোদা খাওয়ার মতোই আগ্রহি হয়ে গেছে কিন্তু ওদের উপস্থিতিতে খালাকে একদিন ও মন ভরে চুদতে পারিনি আর আমার অনেক ইচ্ছে থাকার পরেও আমার সেক্সি খালার সেক্সি পাছাটা দিয়ে আমার বাড়া ঢোকাতে পারিনি………………একটি সপ্তাহ সুমি আর মুক্তাকে চুদতে চুদতে কিভাবে চলে গেলো টেরই পেলামনা ,কিন্তু এই এক সপ্তাহে মন ভরে নারগিছ খালাকে চুদতে পারিনি তাই মুক্তা আর সুমি চলে যাবার পর নারগিছ খালাকে মন ভরে চোদার আশায় আমি ওনার বাসায় গেলাম,উনি আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। ওনাকে আজকে খুব সেক্সি লাগছিলো যদিও বা আমার চোখে উনি সবসময় ই সেক্সি ,উনাকে দেখলেই আমার বাড়া দাঁড়িয়ে যায়।খালা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো কি খাবো উত্তরে আমি তোমাকে খাবো বললাম,খালা হেসে আমাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের সাথে পিষতে লাগলেন আর মুখে বললেন আমি তো তোমাকে খাওয়ানোর জন্য সব উজাড় করে দিয়ে রেখেছি ,তোমার যা মন চায় খাও এই শরীরের প্রতিটি অংশ তোমার ক্ষুধা নিবারনের জন্য তুমি খাও এই বলে তিনি নিজের সব জামাকাপড়, ব্রা আর প্যান্টি খুলে ওনার মাইদুটো আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন।আমি এই প্রথম খালার মুখে তুমি শব্দটা শুনলাম ওনার তুমি ডাকে ও কেমন যেন একটা যৌনতা ছিল,আমি উনার ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের সব জামা কাপড় খুলে একদম উলঙ্গ হয়ে গেলাম এখন আমাদের দুজনের কারো শরীরেই একবিন্দু কাপড় নেই,আমি দাঁড়ানো অবস্থাতেই খালার বড় বড় আর খাড়া মাইদুটো হাত দিয়ে টিপতে লাগলাম,খালাকে পিছনে ফিরিয়ে আমার বুকে খালার পিঠ আর আমার বাড়া উনার পাছার সাথে লাগিয়ে আমার হাত দুটো সামনে এনে উনার সুন্দর দুধদুটো টিপতে লাগলাম ,উনি উনার হাত দুটো পিছনে এনে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো,আমার হাত দুটো এবার আস্তে আস্তে উনার দুধ থেকে নড়তে নড়তে ওনার নাভী,তলপেট,আর গুদের চারপাশে নড়াচড়া করতে লাগলো আর আমার জিভ দিয়ে ওনার ঘাড়ে,গলায় ,কানে অনবরত কিস করতে লাগলাম,ওনাকে পিছন থেকে জড়িয়ে রেখেই ওনার মাথাটা হাল্কা ঘুরিয়ে উনার মুখে জিভ ঢুকিয়ে দিলাম,উনি সুখে আমার জিভটা চুশতে লাগলো,আমি খালার গুদে একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে ওনাকে আরো উত্তেজিত করতে লাগলাম,এভাবে খালাকে আমি অনেক্ষন আদর করলাম,উনি এই অবস্থাতেই ওনার গুদে রসের বন্যা বইয়ে দিলেন।খালাকে সোফার কাছে নিয়ে খালার মাথাটা নিচের দিকে নামিয়ে ওনার পাছাটা উচু করে দাড় করালাম,আমি নিচু হয়ে খালার পিছনের দিকে বসলাম উনার পাছার ছেদা আর গুদ দুটোই তখন আমার সামনে হা হয়ে ছিল দেখলাম খালার গুদ থেকে রস চুইয়ে চুইয়ে ওনার রান দিয়ে বেয়ে পড়ছে

আমি খালার গুদে মুখ নামিয়ে জিভ দিয়ে ওনার গুদ চাটতে লাগলাম আর পাছার ছেদায় আমার থুতুতে ভেজা একটা আঙ্গুল নিয়ে নাড়তে লাগলাম উনি চরম সুখে এই অবস্থাতেই গুদ থেকে নিজের মাল আউট করে ফেললেন, আমি উনার গুদ চেটে ওনার গুদের রস গুলো খেয়ে নিলাম, ওহো চরম লাগছিলো আমার কাছে। এবার উনি আমাকে সোফায় বসিয়ে আমার বাড়াটা মুখে নিয়ে চোষা শুরু করলেন,আমার বাড়াটা থুতু দিয়ে একদম ভিজিয়ে নিলেন আমার ভেজা বাড়া উনার মুখে নিয়ে পাগলের মতো চুশতে লাগলেন,আমার বাড়াটা মুখ থেকে বের করে বিচি চুশতে লাগলেন আর হাত দিয়ে বাড়া টিপতে লাগলেন এভাবে উনি আমাকে অনেক্ষন আদর করলেন।আমি উনার মুখ থেকে বাড়া বের করে নিলাম উনাকে টেনে আমার উপরে নিয়ে আসলাম,উনি আমার উপরে উঠে আমার বাড়াটা উনার গুদে ভরে নিলেন তার পর আস্তে আস্তে আমার বাড়াটা উনার গুদে ভিতর বাহির করতে লাগলেন আর জিভ দিয়ে আমার কান চাটতে লাগলেন।উনার জিভের ছোয়া আমার কানে লাগতেই আমি খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে গেলাম আর নিচ থেকে খালাকে ঠাপ দিতে লাগলাম, এভাবে খালার পাছা খামছে ধরে বেশ কিছুক্ষন ঠাপিয়ে ওনাকে আমার উপর থেকে নামিয়ে সোফায় শুইয়ে দিলাম ওনার পা দুটো আমার কাধে নিয়ে ওনার গুদে আবার আমার বাড়া ঢুকিয়ে ঠাপাতে লাগলাম এভাবে জোরে জোরে ঠাপানোর ফলে উনি খুব সুখ পেতে লাগলো,কয়েকবার কেপে কেপে উঠে ওনার গুদের রস দিয়ে আমার বাড়া ভিজিয়ে দিলো,আমি উনাকে ঘুরিয়ে কুকুরের কায়দায় ওনার গুদে আবার আমার বাড়া ঢুকিয়ে দিলাম পিছন দিক থেকে ওনার পাছায় থুতু দিয়ে ওনার পাছাটা পিচ্ছিল করে নিলাম আর উনার পাছায় একটা আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে লাগলাম,ওনার পাছা দেখে ওনার পাছায় বাড়া ঢোকানোর ইচ্ছেটা দমিয়ে রাখতে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছিল আর খালাও উনার পাছায় আমার আঙ্গুলে ছোয়া লাগতে আবার উত্তেজিত হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো প্লীজ আমায় একটু জোরে জোরে চোদ,আমি এতো সুখ সহ্য করতে পারছিনা,প্লীজ জোরে জোরে চোদে তোমার নারগিস কে চুদে অনেক সুখ দাও, আমি খালার কথা শুনতে আরো জোরে ঠাপাতে লাগলাম এভাবে ঠাপাতে ঠাপাতে আমি আর বেশিক্ষন নিজের বাড়ার রস ধরে রাখতে পারলাম না পরম তৃপ্তিতে নারগিছ খালার গুদে আমার বাড়ার ফ্যাদা ঢেলে দিলাম…আমি আর খালা দুজন কিছুক্ষন সোফায় শুয়ে রইলাম,খালা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আমি সুমিকে কিভাবে চোদার জন্য রাজি করালাম।আমি খালাকে রুমা আর সুমিকে কিভাবে চুদলাম সব জানালা,আরো বললাম আমি উনাকে অনেক আগের থেকেই কামনা করি ,ওনাকে দেখে উনার কথা ভেবে কিভাবে হাত মারতাম তাও ওনাকে জানালাম,উনি আমার গল্প শুনতে শুনতে আবারো উত্তেজিত হয়ে আমার বাড়া হাতাতে শুরু করলো,আমাকে টেনে উনার রুমে নিয়ে গেলো।আমাকে ওনার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমার বাড়া মুখে নিয়ে চুসতে আরম্ভ করলো,আমার বাড়ার চারিদিকে আর বিচি দুটো জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো আমার বাড়া ওনার থুতু দিয়ে ভিজিয়ে নিলো ,আমার বাড়াতে থুতু দিয়ে জিভ দিয়ে সেগুলো চাটতে লাগলো এটা আমার জন্য নতুন এক অভিজ্ঞতা আসলে কি বলবো প্রতিদিনই খালার কাছ থেকে নতুন কিছু শিখছি,আসলে মাগী দেখতে যেমন সেক্সি তেমনি চোদার ব্যাপারেও এক্সপা`ট ।উনি আমার বাড়াটা নিয়ে যেভাবে আদর করছে তা সত্যিই আমাকে চরম সুখ দিচ্ছে ।এবার খালা আমার বাড়া ছেড়ে আমার পা দুটো ফাক করে আমার পোদের ছিদ্রে জিভ ছোয়াল আমার পোদে ওনার জিভের ছোয়া লাগতেই আমার পুরো শরীর ঝিমঝিম করে উঠলো,আমার এতো ভালো লাগছিলো তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবেনা।উনি আমার পাছার ছিদ্রে জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে হাত দিয়ে আমার বাড়া খেচতে লাগলেন আমি সুখে আমার মাল আউট করে ফেললাম,আমার মাল ছিটকে ওনার মুখ

ভিজিয়ে ফেললো,উনি জিভ দিয়ে আমার মাল চাটতে লাগলো আমি মাল আউট করে অনেক হালকা বোধ করছিলাম। আমার বাড়া আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেলো,আমি আমি এবার খালাকে শুইয়ে দিলাম আর উনার উপরে শুয়ে উনাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে উনার জিভটা আমার মুখে নিলাম,অনেকক্ষন ওনার জিভটা চুশলাম এবার জিভ দিয়ে ওনার দুই দুধের মাজখানে চাটতে চা্টতে ওনার দুধের বোটা গুলো মুখে নিলাম,বোটাগুলোতে হাল্কা থুতু দিয়ে সুন্দর করে জিভ দিয়ে চাটতে থাকলাম আর ওনার শরীরের উপর থেকে নেমে ওনার দুধের বোটা চোষার সাথে সাথে হাত দিয়ে ওনার ফোলা গুদে আমার আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে লাগলাম,উনি সুখে উহ আহ শব্দ করতে লাগলো আর ওনার গুদ দিয়ে রসের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল।আমি আস্তে আস্তে আমার মুখটা নামাতে নামাতে নারগিস খালার পেটে নাভিতে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলাম,আমার জিভের ছোয়াতে ওনার পেট টা কেপে কেপে উঠছিলো , ওনার নাভিতে জিভ দিয়ে খুব করে চাটতে লাগলাম আর হাত দিয়ে ওনার গুদে আঙ্গুল দিয়ে খেচতে লাগলাম।খালা সুখে অস্থির হয়ে মুখ দিয়ে নানা রকম শব্দ করছিলো।আমি উনার নাভী থেকে মুখ নামাতে নামাতে ওনার গুদে আমার মুখ নামিয়ে আনলাম ওনার গুদ তখন বন্যার মতো রস ছাড়ছে ,আমি উনার রসে ভিজা গুদে জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে 69 পজিশনে ওনার মুখে আমার বাড়া ধুকিয়ে দিলাম,উনি আমার বাড়া মুখে নিয়ে চুশতে লাগলো,চুশতে চুশতে আমার বাড়া আবারো দাড় করিয়ে ফেলল আমি ওনার মুখেই আস্তে আস্তে ঠাপ দিতে লাগলাম।খালার গুদ চোষার ফলে খালা চরম উত্তেজিত হয়ে গেলো আমি আমার বাড়াটা টেনে ওনার মুখ থেকে বের করে ওনার গুদে বাড়া ঢুকিয়ে ঠাপাতে লাগলাম,উনি খুবই উত্তেজিত হয়ে ছিলো তাই আমার প্রথম ঠাপ থেকেই উনি প্রচুর সুখ পাচ্ছিলেন তাই আমি ঠাপানো শুরু করা মাত্র উনি জোরে জোরে উহহহ,আহহহ শব্দ করতে লাগলো আর বলতে লাগলো আহ চোদ চুদে চুদে তোমার নারগিস কে সুখে ভাসিয়ে দাও আহ চোদ চোদ আরো জোরে জোরে চোদ এসব বলতে বলতে উনি ওনার গুদের রস বের করে ফেললেন কিন্তু তখনো আমার কিছুই হয়নি তাই আমি খালার গুদ থেকে বাড়া বের করে ওনাকে কুকুরের মতো পিছন ফিরিয়ে ওনার গুদে আমার বাড়া ঢোকালাম আর জোরে জোরে ঠাপাতে লাগলাম ওনার পাছার ছিদ্রে প্রচুর থুতু দিয়ে ছিদ্রে আমার একটা আঙ্গুল নাড়াতে লাগলাম এভাবে পাছায় আঙ্গুল দেয়া অবস্থাতে ঠাপাতে ঠাপাতে টের পেলাম খালা ২য় বারের মতো উনার গুদের রস ছাড়লো,আমিও খালার গুধ থেকে বাড়া বের করে ওনার পিচ্ছিল পাছার ছিদ্রে ঘষতে লাগলাম,খালা দুই হাত দিয়ে ওনার পাছাটা টেনে ফাক করে ধরে আমাকে বলল,মাসুদ এবার তোমার নারগিছ খালার পাছায় বাড়া ঢুকিয়ে চুদে তোমার গরম বী`য দিয়ে ভরে দাও ।আমি তো এ আশাতেই ছিলাম তাই দেরি না করে ওনার পাছায় আমার বাড়া চালান করে দিলাম,দেখলাম ওনার পাছার ছিদ্রে আমার বাড়া খুব সুন্দর ঢুকে গেছে ,তারপর খালার পাছায় আবার কিছু থুতু দুয়ে পাছাটা একদম পিচ্ছিল করে নিলাম তারপর ওনার পাছা দু হাত দিয়ে চেপে ধরে ঠাপাতে লাগলাম মাঝে মাঝে এক হাত সরিয়ে নিয়ে নিচ দিয়ে ওনার গুদে আঙ্গুল নাড়াতে লাগলাম, এভাবে বেশ কিছুক্ষন ঠাপের পর ঠাপ দিয়ে ওনার পাছায় আমার বী`যপাত করলাম ……………………….।

খালার পাছা থেকে বাড়া বের করে খালাকে জড়িয়ে ধরে ওনার পাশে শুয়ে পড়লাম,শুয়ে খালার সাথে গল্প করতে শুরু করলাম । আজ মন ভরে নারগিস খালাকে চুদে খুব মজা পেলাম।

গল্প করতে করতে ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম খালা তোমার পাছা দিয়ে এতো সহযে আমার বাড়া কিভাবে ঢুকলো নিশ্চয় খালু তোমার পাছা দিয়েও চুদে তোমাকে সুখ দেয় তাইনা? খালা আমার দিকে তাকিয়ে বলল তাহলে তো ভালোই ছিলো

তোমার খালু ঠিক মত আমাকে সুখ দিয়ে গুদেই বাড়া দেয়না আর পাছা দিয়ে চুদবে।আমি অবাক হয়ে বললাম তাহলে খালু ছাড়া আর কেউ কি তোমাকে চুদেছে নাকি?উনার উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম,তিনি যা বললেন তা হলো মাসুদ আমার জিবনের প্রথম চোদা খাওয়া তোমার খালুর কাছে নয় আমার প্রথম চোদা আমার নিজের বাবার কাছে আর পাছা দিয়ে চোদা খাওয়া আমার শশুরের কাছে ।
আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম জিজ্ঞাসা করলাম খালা তোমার চোদার কাহিনি বল আমি শুনবো প্লীজ বলো কারন আমি তোমাকে আমার সব কথা বলেছি,খালা কিছুক্ষন ভেবে বললেন ঠিক আছে……………………………………বলবো……………তিনি বলতে শুরু করলেন কিভাবে প্রথম সে তার বাবার চোদন খায়…………………………।নারগিছ খালার বয়স তখন ২০,কলেজে পড়েন।উনারা এক ভাই এক বোন ভাই হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে,মা নেই। উনি দেখতে সুন্দরী তাই কলেজের অনেক ছেলেই তাকে পছন্দ করতো ,মনে মনে কামনা করতো।নারগিছ খালা নিজেও একটু কামুক টাইপের ছিলো কিন্তু তারপরেও কোন ছেলেকে পাত্তা দিতোনা কারন ওনার বাবা একটু রাগী টাইপের ছিল এবং সবসময় নারগিছ খালাকে চোখে চোখে রাখতো।
একদিন কলেজ থেকে ফিরার পথে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল আর খালা রিকশার জন্য অপেক্ষা করছিল ,সে সময় ওনার বাবা কলেজের সামনে দিয়ে বাসায় ফিরছিল খালাকে দেখে উনার বাবা উনাকে রিক্সাতে উঠিয়ে নিলো।নারগিছ খালা একদম ভিজে গিয়েছিল যার কারনে ওনার সাদা জামার নিচ থেকে ওনার কালো রঙের ব্রা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো ।উনার বাবা ওনাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রিক্সায় করে বাসায় ফিরলো।
নারগিছ খালার মা জীবিত নেই প্রায় ৬ বছর আগে মারা গেছে তাই ওনার বাবা প্রায়ই বিভিন্ন মাগীপাড়াতে যেয়ে নিজের শরীরের চাহিদা পুরন করতো আর আজ ওনাকে ভিজা জামা কাপরে দেখে সারা রাস্তাতেই ওনার বাবার ওনাকে নিয়ে বিভিন্ন ভাবনা মাথায় আসল ভাবতে লাগলো কিভাবে উনার নিজের মেয়েকে ভোগ করা যায়।

বাসায় ফিরে নারগিছ খালা নিজের রুমে ঢুকে গেলো জামা কাপর পাল্টাতে আর উনার বাবা নিজের মেয়ের নগ্ন শরীরের কথা ভেবে নিজের রুমে যেয়ে বাড়া খেচলেন।

এর পর থেকে প্রায়ই তিনি নিজের মেয়েকে কলেজ থেকে আনতে যেতেন আর ওনার মেয়ে ভাবতো উনার বাবা বুঝি ওনাকে চোখে চোখে রাখছেন কিন্তু আসলে উনার বাবা ওনার শরীরের লোভে ওনাকে নিজের পাশে রিক্সায় বসিয়ে বাসায় ফিরতেন আর মেয়ের সাথে বিভিন্ন রকম গল্প করতেন।
একদিন ওনার বাবা ওনাকে বললেন জানিস মা তোর মা দেখতে একদম তোর মতো ছিলো,তুই যেমন সুন্দর আর সেক্সি ঠিক তোর মা ও এমন সুন্দর আর সেক্সি ছিলো,তোর মাকে দেখে অনেক ছেলের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যেত আর তর মাকে ভেবে কতজন যে রাতে তাদের প্যান্ট নষ্ট করেছে তার তো কোন ঠিক নেই।

বাবার মুখে সেক্সি শব্দটা শুনে নারগিস খালা একটু লজ্জা পায়, বাসায় ফিরে বাবার কথা ভাবতে থাকে।
পরদিন নারগিস খালার বাবা উনার জন্য নতুন কাপড় কিনে নিয়ে আসে কাপড়ের ব্যাগটা মেয়েকে দিয়ে বলে মা, এটা পরিস তোকে আরো বেশি সেক্সি লাগবে এই বলে সে তার নিজের রুমে চলে যায়।নারগিস খালা জামার ব্যাগ খুলে দেখে ওটাতে

একটা নাইটি সাথে ম্যাচিং করা ব্রা আর প্যান্টি আছে।নারগিছ খালা ব্রা,প্যান্টি আর নাইটি দেখে খুশি হয় আর ভাবতে থাকে বাবা আমার জন্য কষ্ট করে এগুলো কিনে এনেছে তাই এগুলো পড়ে প্রথমে বাবাকে দেখাতে হবে।উনি নাইটি ,প্যান্টি আর ব্রা পড়ে সোজা নিজের বাবার রুমে ঢুকলেন।এগুলো পড়ে বাবার রুমে যাবার আগে তিনি কিছুটা না`ভাস আবার কিছুটা উত্তেজিত ছিলেন।নাইটি পড়া অবস্থায় ওনাকে খুবই সেক্সি লাগছিলো।নাইটিটা পাতলা যার কারনে নাইটির ভেতরে ওনার ব্রা আর প্যান্টি দুটোই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।নারগিছ খালা এ অবস্থায় ওনার বাবাকে বললেন বাবা দেখতো আমাকে কেমন দেখাচ্ছে,মেয়ের এতো সেক্সি শরীর দেখে উনার বাড়া দাঁড়িয়ে লুঙ্গির উপর দিয়ে ছিড়ে বেড়িয়ে আসতে চাচ্ছে।উনি মেয়ের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলোনা উনি মেয়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে মেয়েকে দেখতে লাগলেন ।
এভাবে কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে মেয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন সত্যি বলতে কি মা তুই তোর মায়ের থেকেও অনেক সুন্দরী আর সেক্সি তোকে দেখলে আমার ই গিলে খেতে মন চায় আর তোর বিয়ের পর তোর হাজবেন্ড তোকে কি করবে কে জানে।

বাবার মুখে এ কথা শুনে নারগিস খালা একটু লজ্জা পায় আর বাবাকে বলে বাবা আমি বিয়েই করবোনা আমি তোমাকে ছেড়ে কথাও যাবোনা।এই বলে নিজের রুমে চলে যায়।
নারগিস খালা চলে যাবার পর ওনার বাবা বাথরুমে যেয়ে নিজের মেয়ের কথা ভেবে হাত মেরে নিজেকে ঠান্ডা করে ।আর ভাবতে থাকে কিভাবে নিজের এই সেক্সি মেয়েকে চোদা যায়।
নারগিস খালা নিজের রুমে যেয়ে শুয়ে পড়ে ,কিছুক্ষনের মধ্যে সে তার শরীরে অন্য কারো স্প`শ অনুভব করে ,কে যেন ওনার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে, কপালে কিস করছে আর এক হাত দিয়ে ওনার গলায় ,ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।তিনি বুজতে পারলেন এগুলো উনার বাবার হাত।উনি ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলেন কারন এই হাত গুলোর স্পর্স উনার খুব ভালো লাগছিলো।কিছুক্ষন পর উনার বাবা উনার ঠোটে হাত বোলাতে লাগলেন আর আস্তে করে নিজের মেয়েকে কয়েকবার ডাক দিলেন এবং মেয়ের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে হাত সড়িয়ে মেয়ের ঠোটে নিজের ঠোট নামিয়ে আলতো করে কিস করলেন,একটা হাত নামিয়ে মেয়ের নাইটির উপর দিয়ে ডান দিকের মাইয়ে হাত বুলাতে লাগলেন।

নারগিস খালা নিজের মাইতে বাবার হাতের ছোয়া পেয়ে একটু কেপে উঠলেন ,উনার বাবা এবার মাইতাকে আস্তে আস্তে চাপ দিতে লাগলেন ,উনি নারগিস খালার মাই চাপতে চাপতে নিজের বাড়া বের করে খেচতে লাগলেন ,পালাক্রমে নারগিস খালার দুইটা মাই চাপতে চাপতে বাড়া খেচে মাল আউট করলেন এবং বাড়া খেচা শেষ নিজের রুমে ফিরে গেলেন।

বাবা চলে যাবার পর নারগিস খালা ভাবতে লাগলেন ইশ বাবা যে কেন চলে গেলো আর কতক্ষন আদর করতো কারন বাবার হাতে মাই টেপা খেতে উনার খুব ভালো লাগছিলো…বাবা চলে যেতে খালা কিছুক্ষন নিজের রুমে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো কি করে নিজের বাবাকে দিয়ে চোদানো যায়,কিছুক্ষন পর খালা ওনার বাবার রুমে গেলেন যেয়ে দেখেন উনি ঘুমাচ্ছেন।সে তার বাবাকে আস্তে করে ডাকতে লাগলো।খালার ডাকে ওনার বাবার ঘুম ভেঙ্গে গেলো।আসলে উনি ঘুমাচ্ছিলেন না শুধু ঘুমের ভান করছিলেন। নিজের মেয়েকে বিছানার পাশে দেখে মনে মনে খুব খুশি হলেন আর বললেন কি মা এতো রাতে ?ঘুম আসছেনা নাকি?

খালা আদুরে শুরে বলল হ্যা বাবা একা একা কেমন যেন ভয় লাগছে আজকে আমি তোমার সাথে ঘুমাবো।এই কথা শুনে ওনার বাবা তো মহা খুশি ,সে বলল ঠিক আছে মা আয় আমার পাশে শুয়ে পর।

খালা ওনার বাবার পাশে যেয়ে উলটো দিকে ফিরে শুয়ে পড়লো কিন্তু কারো চোখেই ঘুম নেই।কিছুক্ষন পর ওনার বাবা পিছন থেকে ঘুমের ভান করে ওনাকে জড়িয়ে ধরলেন।খালা ওনার পাছায় বাবার বাড়ার খোচা অনুভব করছিলেন।ওনার বাবা ওনার নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডাকলেন কিন্তু ঘুমের ভান করে চুপ করে রইলেন,ওনার কোন আওয়াজ না পেয়ে ওনার বাবার সাহস আরো বেড়ে গেলো উনি খালার নাইটিটা একটু একটু করে উপরে তুলে দিলেন আর নিজের মেয়ের পাছায় প্যান্টির উপর দিয়ে হাতাতে লাগলেন,পাছা টিপতে টিপতে হাতটা ধীরে ধীরে গুদের কাছে নিয়ে গেলেন।নারগিস খালা ওনার গুদে বাবার হাতের ছোয়া পেয়ে উত্তেজনায় একটু কেপে উঠলো,বাবার হাতের ছোয়ায় ওনার গুদ আস্তে আস্তে রসে ভিজে যেতে লাগলো।খালা সোজা হয়ে শুয়ে নিজের গুদটা আমন ভাবে ফাক করে রাখলো যাতে উনার বাবা ভালোভাবে ওনার গুদে নিজের আঙ্গুল টা নাড়াচাড়া করতে পারে।নারগিস খালা এবার নিজের হাত টা নিয়ে ওনার বাবার হাতটা নিজের গুদের উপরে চেপে ধরলো।

মেয়ের সম্মতি পেয়ে ওনার বাবা নিজের আঙ্গুল নারগিস খালার ভেজা গুদে ভিতর বাহির করতে লাগলো।

নারগিস খালা সুখে উহ,আহ করতে লাগলো,এবার ওনার বাবা নারগিস খালার প্যান্টিটা টেনে নামিয়ে দুই হাত দিয়ে পা দুটো ফাক করে ধরে ওনার গুদে নিজের মুখটা নামিয়ে আনলেন।জিভটা বের করে মেয়ের কচি গুদ চাটতে লাগলেন।

উত্তেজনায় নারগিস খালা ওনার বাবার মাথাটা গুদের সাথে চেপে ধরে সুখের জানান দিতে লাগলো।

নারগিস খালার বাবা এবার মেয়ের গুদ থেকে মুখ তুলে ওনার জিভটা আস্তে আস্তে নারগিস খালার তলপেট ,নাভীতে চাটতে লাগলেন।নারগিস খালার সব কাপর খুলে নিজেও লুঙ্গি খুলে ফেললেন।

নারগিস খালাকে বসিয়ে ওনার জিভটা নিজের মুখে ঢুকিয়ে চুসতে লাগলেন ,কিছুক্ষন জিভ চুষে মুখটা নামিয়ে খালার মাই দুটো পালাক্রমে চুসতে শুরু করলেন।

খালা এতো সুখ সহ্য করতে পারছিল না , সে তার বাবার বাড়াটা হাত দিয়ে টিপতে লাগলো।বাবার এতো মোটা বাড়াটা হাত দিয়ে ধরে ভয় পেয়ে গেলো,ভাবতে লাগলো বাবার এতো মোটা বাড়াটা কি করে নিজের গুদে ঢোকাবে।

নারগিস খালার বাবা ওনার মোটা বাড়াটা নারগিস খালার হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে মেয়েকে শুইয়ে দিলো,থুতু দিয়ে নিজের বাড়াটা ভিজিয়ে নারগিস খালার গুদে বাড়াটা সেট করে নিল।নারগিস খালার উপরে শুয়ে ওনার জিভ চুশতে চুশতে বাড়াটা নিজের মেয়ের গুদে ঢুকিয়ে দিলো।নারগিস খালা ব্যাথায় চিৎকার করে উঠলো।খালার চিৎকার শুনে ওনার বাবা কিছুটা ভয় পেয়ে গেলো,সে তার বাড়াটা বের করে নিয়ে খালাকে সান্তনা দিয়ে বলল মা একটু সহ্য করো,প্রথমে একটু ব্যাথা পেলেও পরে অনেক আরাম পাবে।তবে যদি তোমার বেশি ব্যাথা লাগে তাহলে আমি বের করে নেই।এ কথা শুনে খালা ওনার বাবাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো না বাবা বের করোনা আমাকে সুখ দাও।তোমার মেয়েকে তুমি অনেক সুখ দাও।

নারগিস খালার কথা শুনে ওনার বাবা আবারো নিজের বাড়াটা নারগিস খালার গুদে ঢুকিয়ে দিলো,নারগিস খালার গুদ ফেটে ওনার বাবার বাড়াটা গুদের ভিতরে ঢুকে গেলো।ব্যাথায় নারগিস খালার চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গেলো।ওনার বাবা

কিছুক্ষন আস্তে আস্তে নিজের মেয়ের গুদে ঠাপাতে লাগলো।

কিছুক্ষন ঠাপানোর পর খালার ব্যাথা কমে আসলো,সে তখন তার বাবার প্রতিটা ঠাপ থেকে এক ধরনের নতুন সুখ অনুভব করলো।

কিছুক্ষন ঠাপিয়ে ওনার বাবা বাড়াটা মেয়ের গুদ থেকে বের করে নিলেন,নিজে নিচে শুয়ে মেয়েকে ওনার উপরে বসালেন,মেয়ের গুদটা নিজের বাড়ার উপরে রেখে নিচ থেকে বাড়াটা খালার গুদে ঢুকিয়ে দিলেন।নারগিস খালার পাছাটা হাত দিয়ে ধরে উপর নিচ করতে করতে ঠাপাতে লাগলেন।

এভাবে বেশ কিছুক্ষন ঠাপিয়ে খালাকে উপর থেকে নামালেন,খালাকে পিছন ফিরিয়ে পিছন থেকে খালার গুদে বাড়া ঢুকিয়ে দিলেন।

খালার পাছা চেপে ধরে খালার গুদে জোরে জোরে ঠাপাতে লাগলেন,সুখে খালার গুদ থেকে ওনার বাবার বাড়া বেয়ে রস ঝরতে লাগলো,খালা সুখে জোরে জোরে উহ আহ শব্দ করতে লাগলেন।

নারগিস খালার বাবা এভাবে প্রায় ১০ মিনিটের মতো খালার গুদে ঠাপিয়ে নিজের বাড়ার মাল আউট করে দিলো।

এভাবে সে রাতে ওনারা বাবা –মেয়ে দুজন আরো দুই বার একজন আরেকজনকে সুখ দিলো এবং ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়লো…………।।